ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-281 ■ 11 July, 2026 ■ আগরতলা ১১ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ২৬ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের পুন:নিয়োগ বির্তক

## তদন্তের দাবি বিরোধী দলনেতার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই** ।। রাজ্য সরকারের একাধিক অবসরপ্রাপ্ত আমলাকে বারবার পুনর্নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে এর স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। শুক্রবার বিধানসভার নিজকক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিককে পুনরায় দায়িত্বে বহাল রাখা হচ্ছে, যা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, রাজ্যের প্রাক্তন আইএএস আধিকারিক অনিন্দ্য কুমার ভট্টাচার্যকে এখন পর্যন্ত সাতবার পুনর্নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি স্পেশাল সেক্রেটারি পদে থেকে জিএপিএলটি-র দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ভুয়ো টিএ বিল সংক্রান্ত অভিযোগ রয়েছে বলেও দাবি করেন বিরোধী দলনেতা।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ফায়ার সার্ভিসের অধিকর্তা থাকাকালীন এসডিআরএফ-এর তহবিল থেকে সাতটি ড্রোন কেনা হয়েছিল অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবার কাজে ☞৫ এর পাতায় দেখুন

## বাম আমলেও নজির রয়েছে ঃ বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই** ।। রাজ্যে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকদের চুক্তিভিত্তিক পুনর্নিয়োগ নিয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগের পাল্টা জবাব দিল রাজ্য বিজেপি। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র নব্যেন্দু ভট্টাচার্য দাবি করেন, অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের পুনর্নিয়োগ কোনও নতুন বিষয় নয়। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, কমিশন, কর্পোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের পুনর্নিয়োগ বা চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

নব্যেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, প্রশাসনিক নথি অনুযায়ী বাম আমলে একাধিক অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক অবসরের পরও দীর্ঘ সময় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে বনমালী সিনহা, নেপাল চন্দ্র সিনহা, দেবতোষ দত্ত, আর. কে. দে চৌধুরী এবং সুবিনয় চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি দাবি করেন, বনমালী সিনহা ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের চেয়ারম্যান, দেবতোষ দত্ত ত্রিপুরা জুট মিলস লিমিটেড এবং সুবিনয় চৌধুরী পুলিশ ☞৫ এর পাতায় দেখুন

## ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরছেন হাসিনা, করবেন আত্মসমর্পণ

**নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই** ।। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন। সাথে আওয়ামী লিগের একাধিক জ্যেষ্ঠ নেতাও থাকবেন। তিনি জানিয়েছেন, আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন। তাঁর দাবি, দেশে ফিরলে তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে, এমনকি হত্যা করা হলেও তিনি নিজ দেশে ফিরতে চান।

সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা গেছে, শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি এবং আওয়ামী লিগের একাধিক জ্যেষ্ঠ নেতা ডিসেম্বর নাগাদ বাংলাদেশে ফিরে আদালতের সামনে আত্মসমর্পণ করার পরিকল্পনা করেছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাকে দেশে ফিরলেই গ্রেফতার করা হতে পারে, এমনকি হত্যা করা হতে পারে। তবুও আমাকে ফিরতে হবে। আমার দলের নেতা-কর্মীরা চরম নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। মৃত্যু যদি আসেই, তবে আমি চাই সেটি আমার নিজের মাটিতেই আসুক, যেখানে আমার বাবা-মায়ের কবর রয়েছে এবং তাঁদের রক্ত মিশে আছে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন সরকারবিরোধী আন্দোলনের জেরে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন। সেই আন্দোলন পরবর্তীতে সহিংস রূপ নেয় এবং নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁকে দেশ ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া ☞৫ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যে জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশের আভা অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই** ।। আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের মিশন স্টিয়ারিং গ্রুপের তৃতীয় সভা আজ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জে. পি. নাড্ডার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের রাজ্য মিশন অধিকর্তা সাজু বাহিদ এ, আয়ুষ্মান ভারত ত্রিপুরার কার্যনির্বাহী আধিকারিক জি. শরথ নায়েক। এছাড়াও সভায় মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রীগণ সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল, বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জীতিন প্রসাদ সহ মিশন স্টিয়ারিং গ্রুপের অন্যান্য সদস্যা-সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা বলেন, আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন কেন্দ্রীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল স্বাস্থ্য উদ্যোগ। এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের ডিজিটালি স্বাস্থ্য পরিচয় প্রদান করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে নিরাপদ ও সুসংহত প্ল্যাটফর্মের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ☞৫ এর পাতায় দেখুন

মনু নদীর জল বিপদসীমার ওপরে

## কৈলাসহরে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ১৮টি শিবিরে প্রায় ৫হাজার মানুষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ জুলাই** ।। টানা কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর মহকুমায় বন্যা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হয়েছে। মনু নদীর উৎসাঞ্চলে অব্যাহত বৃষ্টিপাতের জেরে নদীর জলস্তর চরম বিপদসীমা অতিক্রম করায় নদী সংলগ্ন বিস্তীর্ণ নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বহু পরিবার নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ঘরবাড়ি ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য ☞৫ এর পাতায় দেখুন

### পশ্চিম, দক্ষিণ ও সিপাহীজলায় আজ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই** ।। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভ্রূকুটি আবারও ত্রিপুরার আকাশে উঁকিঝুঁকি মারছে। ভারি বর্ষণে ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় মারাত্মক প্রভাবের সম্ভাবনা ☞৫ এর পাতায় দেখুন

ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা কনক্লেভে

## ১.২১ লাখ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব ঃ শিল্প সচিব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই** ।। দুই দিনব্যাপী ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬ রাজ্যের বৃহত্তম বিনিয়োগ সম্মেলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই কনক্লেভে দেশ-বিদেশের ২,৭০০-র বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন এবং মোট ৩৪২টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১,২১,৩০৩ কোটি।

শুক্রবার কনক্লেভের সমাপ্তি উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে। তিনি প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল মিডিয়ার প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, গত দুই সপ্তাহ ধরে ব্যাপক প্রচার ও জনসংযোগের ফলেই এই বিপুল সাড়া মিলেছে।

কিরণ গিত্তে জানান, প্রায় ছয় থেকে সাত মাস ধরে এই কনক্লেভের প্রস্তুতি চলেছে। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমার নেতৃত্বে দিল্লিতে বিনিয়োগ রোড শো দিয়ে এই প্রচার শুরু ☞৫ এর পাতায় দেখুন

## গল্ফ দেশে অর্গানিক কৃষিপণ্য রপ্তানির সূচনা করলেন কৃষিমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই** ।। দুবাইয়ের লুলু রিটেলের মাধ্যমে গল্ফ দেশগুলিতে রপ্তানির উদ্দেশ্যে অর্গানিক কৃষিপণ্যের প্রথম চালান আনুষ্ঠানিকভাবে রওনা করলেন।

লুলু রিটেল হল গল্ফ কো-অপারেশন কাউন্সিল -এর অন্যতম বৃহত্তম পূর্ণাঙ্গ খুচরা বিপণন সংস্থা। সংস্থাটি ছয়টি জিসিসি দেশে বিস্তৃতভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং বিশ্বের ৮৫টিরও বেশি দেশ থেকে উন্নতমানের কৃষি ও খাদ্যপণ্য সংগ্রহ করে থাকে। আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতনামা এই সংস্থার বিপণন ব্যবস্থায় ত্রিপুরার অর্গানিক কৃষিপণ্যের অন্তর্ভুক্তি রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আজ এমনটাই বলেন কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ। ☞৫ এর পাতায় দেখুন


আগরতলা পুর নিগম
আগরতলা

[আমন্ত্রণ পত্র]

মহাশয় / মহাশয়া,

আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, আগামী ১১ই জুলাই ২০২৬ইং শনিবার বিকাল ৪.৩০ ঘটিকায় আগরতলা পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের অন্তর্গত ২০নং ওয়ার্ডে AMRUT 2.0 প্রকল্পের অধীনে শিববাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে নবনির্মিত পুকুরের পুনরুজ্জীবন ও সৌন্দর্যায়নের শুভ উদ্বোধন করা হবে।

এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন -

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি

প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা।

সভাপতি

শ্রী দীপক মজুমদার, মাননীয় মেয়র, আগরতলা পুর নিগম, সদস্য ত্রিপুরা বিধানসভা।

সম্মানিত অতিথি

শ্রীমতি মনিকা দাস দত্ত, মাননীয়া ডেপুটি মেয়র, আগরতলা পুর নিগম।
শ্রীমতি রত্না দত্ত, মাননীয়া জোনাল চেয়ার পার্সন, সেন্ট্রাল জোন, আগরতলা পুর নিগম।

বিশেষ অতিথি

ড. মিলিন্দ রামটেকে, আই.এ.এস, সচিব নগর উন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা।
ড. তমাল মজুমদার, আই.এ.এস, অধিকর্তা নগর উন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা।
শ্রী মিহির কান্তি গোপ, আই.এ.এস, CEO ত্রিপুরা জল বোর্ড।
শ্রী অজিত কুমার দেববর্মা, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ত্রিপুরা জল বোর্ড।

আপনাদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান নন্দিত হয়ে উঠুক।

ইতি-
নিবেদক
সাজু ওয়াহিদ.এ. (আই.এ.এস)
মিউনিসিপাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম



জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন

Inauguration of
Dr. Shyamaprasad Mukherjee Agartala Civil Hospital
at Jackson Gate, Agartala

Invitation

Date: 12 July, 2026 at 04:30 pm
Venue: Maharani Tulsibati Girls' Higher Secondary School, Agartala, Tripura West

Chief Guest & Inaugurator

Prof.(Dr.) Manik Saha
Hon'ble Chief Minister, Tripura

Special Guests

Shri Dipak Majumdar, Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation & Member of TLA
Smt. Manika Das Datta, Hon'ble Deputy Mayor, AMC
Smt. Ratna Datta, Hon'ble Zonal Chairperson, Central Zone
Shri Kiran Gitte, IAS, Secretary, H&FW Deptt., Govt. of Tripura
Dr. Milind Ramteke, IAS, Secretary, UDD, Govt. of Tripura
Dr. Tamal Majumder, IAS, Director, UDD, Govt. of Tripura
Dr. Debasri Debbarma, Director, Health Services, Govt. of Tripura
Dr. Anjan Das, Director, Family Welfare & PM, Govt. of Tripura
Shri Ajit Kumar Debbarma, Chief Engineer, UDD, Govt. of Tripura

Your gracious presence will greatly honor the occasion and contribute immensely to the grand success of the programme.

Convenor
Shri Saju Vaheed A., IAS
Addl. Secretary (H&FW) & MD, NHM
Govt. of Tripura

জাগরণ আগরতলা, ১১ জুলাই ২০২৬ ইং
২৬ আষাঢ়, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

## দেশে ফিরিবার ঘোষণা

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে ফিরিবার ঘোষণা দিয়াছেন।গ্রেপ্তার হওয়া বা এমনকি জীবননাশের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তিনি এবং আওয়ামী লীগের নির্বাসিত শীর্ষ নেতারা এই বছরের ডিসেম্বরের দিকে স্বেচ্ছায় দেশে ফিরিয়া আদালতের মুখোমুখি হইতে চান।শেখ হাসিনা জানাইয়াছেন, দেশে ফিরিয়া তিনি আদালতের সামনে আত্মসমর্পণ করিবেন এবং আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হইবেন। মৃত্যুদণ্ড ও বিভিন্ন মামলার রায় মাথায় নিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, 'তারা দেশে ফিরিলে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে, এমনকি মারিয়াও ফেলিতে পারে। তাও আমাকে যাইতেই হইবে।'তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, দেশে তাঁহার দলের নেতাকর্মীদের ওপর চরম নির্যাতন চালানো হইতেছে। তাই ব্যক্তিগত কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে নয়, বরং রাজনৈতিক অধিকার, গণতন্ত্র ও দলের পাশে দাঁড়াইতেই তিনি দেশে ফিরিরার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

ছাত্র জনতা অভ্যুত্থানের জেরে ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট রাতারাতি বাংলাদেশ ছাড়িয়া ভারতে আশ্রয় নেন তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর বহু জলরাশি বইয়া গিয়াছে পদ্মা দিয়া। বহুবার ঢাকার তরফে শেখ হসিনাকে বাংলাদেশে প্রত্যর্পণের জন্য দিল্লির কাছে আর্জি জানানো হইয়াছে বলিয়াও বাংলাদেশ দাবি করিয়াছে। এরই মাঝে এবার বাংলাদেশের আওয়ামি লিগের নেত্রী তথা সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানাইয়াছেন, তিনি দেশে ফিরিবেন। :'যদি মৃত্যু আসে, তাহা হইলে তাহা নিজের মাটিতে..', দেশে ফিরিবার ঘোষণা হাসিনার। শেখ হাসিনা বলিয়াছেন,''তাহারা হয়তো আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে এবং আমি হয়তো নির্বাচনে লড়িতে পারিব না। কিন্তু তাহারা কেন আওয়ামি লিগকে স্থগিত করিবে? আমরা যদি খারাপ কিছু করিয়া থাকি, তবে জনগণই তা সিদ্ধান্ত নিক।''বাংলাদেশে তাঁহার ওপর রহিয়াছে মৃত্যুদণ্ডের সাজা। ৭৮ বছর বয়সী শেখ হাসিনার ওপর এই সাজা থাকা সত্ত্বেও মুজিব-কন্যা জানাইয়াছেন, তিনি ডিসেম্বরে ফিরিবেন বাংলাদেশে। হাসিনা সদ্য বলিয়াছেন, ''দেশে ফিরিলে হয়তো ওরা আমাকে গ্রেফতার করিবে, হয়তো খুন করিবে।'' এরই সঙ্গে হাসিনা বলেন,''তবুও আমাকে যাইতেই হইবে। আমার দলের নেতা-কর্মীরা চরম দমন-পীড়নের শিকার হইতেছেন। মৃত্যু যদি আসেই, তবে তাহা যেন আমার নিজের মাটিতেই আসে,যেখানে আমার বাবা-মা শায়িত আছেন এবং যেখানে তাঁহাদের রক্ত ঝরিয়াছিল।''হাসিনা বলেন, দেশে ফিরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে তিনি এখনো বাংলাদেশ সরকারকে কিছু জানাননি। তিনি বলেন, 'গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, আওয়ামি লিগের রাজনৈতিক অধিকার এবং ন্যায়বিচার,এসব বিষয় গোপন আলোচনার বিষয় নয়।' বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন যে গ্রেফতার হওয়া নিয়া তিনি চিন্তিত নন, কারণ এর আগেও তিনি বেশ কয়েকবার কারাবরণ করিয়াছেন।তিনি আরও বলেন যে, বিক্ষোভকারীরা তাঁহার বাসভবনের দিকে এগিয়ে আসায় প্রাণনাশের হুমকির মুখে তাঁহাকে দেশ ছাড়িয়া পালাইতে হইয়াছিল।শেখ হাসিনা বলেন, ''কোনও সরকার যখন দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে, তখন ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক,কোনও সরকারই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তবে সরকারের ভালো-মন্দ ও সঠিক-ভুল বিচার করিবার অধিকার জনগণের। সেই বিচারের ভার আমি জনগণের ওপরই ছাড়িয়া দিলাম।'' হাসিনা জানান, দেশ ছাড়িবা পর বাংলাদেশের ৩০০ সংসদীয় ক্ষেত্রের ১২৫ টিতে অনলাইনে বৈঠক করিয়াছেন তিনি। এর একটাই উদ্দেশ্য, আওয়ামি লিগকে ফের পুর্নজীবিত করা।

## সোনামুড়া থানা থেকে দানবাক্স চুরির অভিযোগ, মেলাঘরে জনতার হাতে ধৃত বহিঃরাজ্যের যুবক

সোনামুড়া, ১০ জুলাই: সোনামুড়া থানার ভেতর থেকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শিশু মনশ্রীর চিকিৎসার জন্য রাখা দানবাক্স চুরির অভিযোগে এক বহিঃরাজ্যের যুবককে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হলে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। জানা গেছে, বিরল রোগে আক্রান্ত দুই বছরের শিশু মনশ্রীর চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সামাজিক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যে সোনামুড়া থানাতেও একটি দানবাক্স রাখা হয়েছিল, যেখানে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি অনুদান প্রদান করছিলেন।

অভিযোগ, এক বহিঃরাজ্যের যুবক থানার ভেতরে থাকা ওই দানবাক্সটি চুরি করে পালিয়ে যায়। তবে চুরির পর বেশিদূর যেতে পারেনি সে। মেলাঘরের রাজঘাট এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হলে তারা যুবকটিকে আটক করেন। পরে তার কাছ থেকে দানবাক্সটি উদ্ধার করে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। চিকিৎসার জন্য সাধারণ মানুষের অনুদানে গঠিত দানবাক্স চুরির ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

## পঞ্চায়েতে গিয়ে হয়রানির অভিযোগ, ওয়াকিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের বদলির দাবি

আগরতলা, ১০ জুলাই: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মান্দাই ব্লকের অন্তর্গত ওয়াকিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে সচিবের অনুপস্থিতির কারণে সাধারণ মানুষকে বারবার হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে পঞ্চায়েত সচিবের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির জনজাতি মোর্চার এক প্রাক্তন প্রবীণ নেতা।

অভিযোগকারী জানান, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের একটি কাজের জন্য তিনি ওয়াকিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, পঞ্চায়েত সচিব উপস্থিত নেই। ফলে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন না করেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়। তাঁর দাবি, এটি একদিনের ঘটনা নয়; একাধিকবার পঞ্চায়েতে গিয়েও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন এবং প্রতিবারই কাজ অসম্পূর্ণ রেখে ফিরতে হয়েছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, শুধু তিনিই নন, স্থানীয় বহু মানুষ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও নথিপত্র সংক্রান্ত কাজের জন্য পঞ্চায়েতে এলেও সচিবের অনুপস্থিতির কারণে কাজ না করেই ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে সাধারণ মানুষের সময় ও ভোগান্তি বাড়ছে। পঞ্চায়েত সচিবের নিয়মিত অনুপস্থিতি এবং কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ তুলে দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট সচিবের বদলিরও দাবি জানান।

# অয়েস্টার বদলে দিল জীতেন্দ্র দেবনাথের জীবন

গৌতম দাস

জিরানীয়া কৃষি মহকুমার অন্তর্গত পশ্চিম মজলিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা জীতেন্দ্র দেবনাথ একজন পরিশ্রমী প্রান্তিক কৃষক। তবে কৃষিই ছিল না তার জীবনের প্রাথমিক পেশা। দীর্ঘদিন ধরে তিনি একজন দক্ষ কাঠমিস্ত্রি হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং নিজের শ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। জীবনের নানা প্রতিকূলতা, আর্থিক অনিশ্চয়তা এবং পারিবারিক দায়বদ্ধতার চাপে এক সময় তিনি জীবিকার নতুন পথের সন্ধান করতে বাধ্য হন। সেই সময়েই কৃষিকাজের প্রতি তার আগ্রহ জন্ম নেয় এবং সীমিত সম্পদ ও অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি কৃষি ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন। স্বল্প পরিমাণ জমি, সীমিত আর্থিক সামর্থ্য এবং কৃষি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানের অভাব সত্ত্বেও তিনি দমে যাননি। কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাসকে পাথেয় করে তিনি ধীরে ধীরে কৃষিকাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। এক সময়ের কাঠমিস্ত্রি জীতেন্দ্র দেবনাথ আজ কৃষিকে জীবনের মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে আত্মনির্ভরতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার এই সংগ্রামী পথচলা শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের গল্প নয় বরং সীমাবদ্ধতাকে জয় করে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের এক অনুপ্রেরণাদায়ক অধ্যায়। পারিবারিক নানা প্রতিকূলতা ও আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে জীবিকার নতুন পথের সন্ধানে জীতেন্দ্র দেবনাথ কৃষিকাজকে বেছে নেন। সীমিত সম্পদকে সম্বল করে তিনি লাউ, শিম, মরিচ, বেগুন, শসা এবং বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজির চাষ শুরু করেন। নিজের শ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল স্থানীয় বাজারে অল্প পরিসরে বিক্রি করে তিনি পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণের চেষ্টা চালিয়ে যান। মাত্র ০.১৬ হেক্টর জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেই স্বল্প পরিসরের জমিকেই সম্ভাবনার উর্বর ক্ষেত্র, হিসেবে গড়ে তোলেন। প্রচলিত সবজি চাষের পাশাপাশি তিনি মাশরুম চাষের মতো লাভজনক ও আধুনিক কৃষি কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করেন। সীমিত জমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং নতুন প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে সাফল্যের পথে এগিয়ে যান। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য হিসেবে জীতেন্দ্র দেবনাথের কাঁধেই ছিল সংসারের সমস্ত দায়িত্ব। জীবনের এই কঠিন বাস্তবতার মধ্যেই তিনি জীবিকার আরও স্থায়ী ও লাভজনক উপায়ের সন্ধান করতে গিয়ে মাশরুম চাষকে বেছে নেন। তুলনামূলকভাবে কম পুঁজি ও স্বল্প পরিসরের জমিতে অধিক ফলনের সম্ভাবনা তাকে এই কৃষি উদ্যোগে উৎসাহিত করে। তার দূরদর্শিতা অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার ফলস্বরূপ অল্প সময়ের মধ্যেই মাশরুম চাষ থেকে উল্লেখযোগ্য আর্থিক সাফল্য অর্জিত হয়, যা তার পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রমাগত অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ও বাস্তব চর্চার মাধ্যমে তিনি কৃষি ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন কৌশল সম্পর্কে সমৃদ্ধ জ্ঞান অর্জন করেন।

প্রথমদিকে জীতেন্দ্র দেবনাথ শুধুমাত্র পরিবারিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে মাসরুম চাষ শুরু করেছিলেন। তবে তিনি এটিকে কেবল একটি অতিরিক্ত কৃষি কার্যক্রম হিসেবে দেখেননি বরং ধীরে ধীরে এর সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে আধুনিক পদ্ধতি, নতুন চিন্তাভাবনা এবং উদ্ভাবনী কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিধি বারানোর উদ্যোগ নেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টা, নিষ্ঠা এবং কৃষির প্রতি গভীর আগ্রহ অল্প সময়ের মধ্যেই সুফল বয়ে আনে। মাশরুম চাষে তাঁর সাফল্য ও অগ্রগতি জিরানীয়া কৃষি মহকুমার কৃষি আধিকারিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার কর্মস্পৃহা ও সম্ভাবনাকে মূল্যায়ন করে কৃষি দপ্তর তাকে আরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি এম আই ডি এইচ প্রকল্পের আওতায় একটি স্বল্পব্যয়ী ক্ষুদ্র মাশরুম উৎপাদন ইউনিট স্থাপনের জন্য সরকারি সহায়তা লাভ করেন। এই সহায়তা তার কৃষিজীবনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে যা শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, বরং তাকে একজন আত্মনির্ভর ও সফল কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথকে আরও মসৃণ করে। সরকারি সহায়তা ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সুবিধা লাভের পর জিতেন্দ্র দেবনাথের কৃষিজীবনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। প্রচলিত সবজি চাষের পাশাপাশি তিনি মাশরুম চাষকে আরও সম্প্রসারিত করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এর সুফল পেতে শুরু করেন। উচ্চ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ও বাজারে অধিক চাহিদাসম্পন্ন এই ফসল তার অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। তার সাফল্যের কাহিনি প্রমাণ করে কঠোর পরিশ্রম কখনোই বিফল যায় না বরং তা একদিন সাফল্যের সোপানে পৌঁছে দেয়। নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেন, কৃষি দপ্তর, জিরানীয়ার ব্লক টেকনোলোজি মেনেজার, এসিসটেন্ট টেকনোলোজি ম্যানেজার, সংশ্লিষ্ট সার্কেল ইনচার্জ এবং অন্যান্য কৃষি

আধিকারিকদের কাছ থেকে তিনি নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, কারিগরি সহায়তা ও ভর্তুকি পেয়ে আসছেন। চাষাবাদের প্রতিটি পর্যায়ে তাদের আন্তরিক সহযোগিতা, তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনা তার উদ্যোগকে আরও সুসংহত ও সফল করে তুলেছে। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আজ তুমি কী করছ তার উপর''। এই বিশ্বাসকে হৃদয়ে ধারণ করেই জীতেন্দ্র দেবনাথ প্রতিদিন নতুন উদ্যমে কাজ করে চলেছেন। তার এই সাফল্য কেবল ব্যক্তিগত অর্জন নয়, এটি গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। আজ তিনি শুধু একজন সফল কৃষকই নন, বরং কর্মনিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে নিজের এলাকায় এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

নিজ উদ্যোগে অয়েস্টার জাতের মাশরুম চাষের মাধ্যমে নতুন সম্ভাবনার সন্ধান শুরু করলেও প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। উৎপাদনের পরিমাণ সীমিত হওয়ায় এবং বাজারজাতকরণে নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে এই চাষ থেকে উল্লেখযোগ্য আর্থিক লাভও হচ্ছিল না। তবুও প্রতিকূল পরিস্থিতি তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। কঠোর পরিশ্রম এবং নতুন কিছু করার দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে তিনি নিরলসভাবে মাশরুম চাষ চালিয়ে যেতে থাকেন। মাশরুম চাষের প্রতি তার এই আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও আগ্রহ পশ্চিম মাজলিশপুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার সংশ্লিষ্ট কৃষি আধিকারিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা তার মধ্যে একজন সম্ভাবনাময় কৃষি উদ্যোক্তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পান এবং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তবে নিজস্ব মাশরুম উৎপাদন ইউনিট স্থাপনের ক্ষেত্রে আর্থিক সীমাবদ্ধতা তার অগ্রযাত্রার অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে জিরানীয়া কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সোমেন কুমার দাস, জিরানীয়া এবং মজলিশপুর কৃষি সেক্টর অফিসের সেক্টর অফিসারের সক্রিয় সহযোগিতা ও পরামর্শ তার জন্য আশার আলো হয়ে আসে। তাদের উৎসাহ, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং সরকারি কৃষি উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ সম্পর্কে অবহিত করার ফলে তিনি ধীরে ধীরে নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হন। এই সহায়তা তার মাশরুম চাষের পরিসর সম্প্রসারণের পাশাপাশি একজন স্বনির্ভর কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভিত্তি সুদৃঢ় করে তোলে। এরফল স্বরূপ প্রকল্পের অধীনে একটি স্বল্পব্যয়ী ক্ষুদ্র মাশরুম উৎপাদন ইউনিট স্থাপনের জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা ভর্তুকি লাভকরেন। এই আর্থিক সহায়তা তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাপ্ত সহায়তাকে কাজে লাগিয়ে তিনি প্রায় ২০০ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে অয়েস্টার মাসরুম উৎপাদনকে কেন্দ্র করে একটি সুপরিকল্পিত ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মাশরুম উৎপাদন সম্পর্কে তার প্রাথমিক জ্ঞান সীমিত হলেও শেখর আগ্রহ ও নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের মানসিকতা ছিল প্রবল। সেই আগ্রহকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে মজলিশপুর কৃষি সেক্টরের সেক্টর অফিসার ব্লক টেকনোলোজি ম্যানেজার এবং অ্যাসিস্টেন্ট টেকনোজোজি ম্যানেজার নিয়মিতভাবে তার পাশে দাঁড়ান। তারা সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ, হাতে কলমে প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক উষপাদন কৌশল সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, যা তার মাশরুম চাষের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাকে মাশরুম চাষের বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয়। উপযুক্ত ব্যাগ নির্বাচন থেকে শুরু করে বীজ সংরক্ষণ, স্তর বিন্যাস, পরিচর্য্যা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং রোগবালাই প্রতিরোধের নানা কৌশল সম্পর্কে তিনি বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করেন। বিশেষভাবে তাকে পরামর্শ দেওয়া হয় যে, মাশরুম উৎপাদনের জন্য ৪৫ সেমি ঢ় ৩০ সেমি আকারের ১৫০-২০০ গেজ পুরুত্বের পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগ ব্যবহার করা অধিক কার্যকর। পাশাপাশি উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে ব্যাগে নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিদ্র রাখার প্রয়োজনীয়তা এবং তার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কেও তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সরকারি সহায়তা, কৃষি বিভাগের ধারাবাহিক কারিগরি দিকনির্দেশনা এবং নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সমন্বয়ে জীতেন্দ্র দেবনাথ আজ একজন সফল ও স্বনির্ভর মাশরুম চাষি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। একসময় মাত্র ০.১৬ হেক্টর জমিতে মৌসুমি সবজি চাষ এবং কাঠমিস্ত্রির কাজের উপর নির্ভর করেই জীতেন্দ্র দেবনাথের জীবিকা নির্বাহ হতো। কিন্তু সীমিত জমি ও প্রচলিত কৃষিকাজ থেকে প্রত্যাশিত আর্থিক সাফল্য অর্জন সম্ভব হচ্ছিল না। সবজি চাষ এবং কাঠমিস্ত্রির কাজ মিলিয়ে তার মাসিক আয় ছিল আনুমানিক ৩০ হাজার টাকার কাছাকাছি। যা দিয়ে সংসারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল। তবে প্রতিকূলতাকে জয় করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তিনি বিকল্প ও অধিক লাভজনক কৃষি উদ্যোগের সন্ধানে এগিয়ে যান। মাশরুম চাষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তার নতুন উদ্যোগ ধীরে ধীরে সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করে। আধুনিক প্রযুক্তি, সঠিক প্রশিক্ষণ এবং কৃষি বিভাগের কারিগরি সহায়তার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি বাজারে তার উৎপাদিত অয়েস্টার মাশরুমের চাহিদাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। তিনি অয়েস্টার মাশরুম প্রতি কেজি প্রায় ১৫০ টাকা দরে বিক্রি করেন। এরফলে তার মাসিক আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৬০ হাজার থেকে ৭০ হাজার টাকায় পৌঁছেছে। এই আর্থিক উন্নতি শুধু তার জীবনযাত্রার মানকেই উন্নত করেনি, বরং তাকে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। আজ তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সঠিক পরিকল্পনা, কঠোর পরিশ্রম এবং সরকারি সহায়তার সমন্বয় ঘটলে সীমিত সম্পদ নিয়েও সাফল্যের শিখরে পৌঁছানো সম্ভব। একজন সাধারণ কাঠমিস্ত্রি থেকে সফল কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার যে স্বপ্ন তিনি লালন করেছিলেন আজ তা বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করেছে। তার এই সংগ্রাম, আত্মবিশ্বাস ও সাফল্যের কাহিনি প্রমাণ করে যে ইচ্ছাশক্তি, পরিশ্রম এবং সঠিক সহায়তা পেলে একজন সাধারণ মানুষও কৃষিক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের নজির স্থাপন করতে পারেন। তার জীবনগাথা আজ বহু কৃষক ও যুব উদ্যোক্তার কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

# দেবব্রত মাজী ২০২৬ স্বর্ণপদক সম্মানে ভূষিত

অরুণাচল প্রদেশের নির্জুলি (ইটানগর)-এর নর্থ ইস্টার্ন রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটি)-এর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণের পর দেবব্রত মাজী যে অদম্য উত্থান ঘটিয়েছিলেন, তার পরেই বিশ্ব কাব্যজগতের উচ্চাসনে তাঁর অপ্রতিরোধ্য উত্থান ঘটে এবং তিনি সমসাময়িক সাহিত্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর এই পথচলা শব্দের শৈল্পিকতা, প্রকৌশলের নির্ভুলতা এবং সাহিত্যিক আবেগের অনুরণিত প্রতিধ্বনিতে বোনা। ১৯৬১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হাওড়া জেলার শান্ত দেউলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। কাব্যজগতে এক বিস্ময়কর উত্তরাধিকার হিসেবে বিকশিত হওয়ার আগে তাঁর জীবনপথ প্রকৌশলের সুশৃঙ্খল জগতের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছিল। প্রকৌশলে কর্মজীবন গড়া সত্ত্বেও, লিখিত শব্দ তাঁর আত্মাকে কখনও শিথিল করেনি। যেন কবিতা তাঁর সত্তার গভীরে প্রোথিত ছিল, ধৈর্য ধরে সঠিক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল প্রতিভার ঝলকানিতে ফেটে পড়ার জন্য এবং অবশেষে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য। কলকাতা-ভিত্তিক বঙ্গ সংস্কৃতি সংসদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ''দ্য পিস''-এর জন্য 'শ্রেষ্ঠ প্রতিভা সম্মান ২০২৬' বিভাগে ''স্বর্ণ পদক সম্মান ২০২৬'' প্রদান করে। এই স্বীকৃতি প্রদান অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ২৮ জুন ২০২৬ তারিখে এসপ্ল্যানেড অজিত সেন ভবনে, সমসাময়িক সাহিত্যিক সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ ধর, সমুদ্র বসু, পীযূষ রঞ্জন ঘোষ এবং অনিন্দ্য দত্তের উপস্থিতিতে।

এছাড়াও, তাঁর কবিতা কলম্বিয়া ইকোস পোয়েটিকোস রেডিও থেকে নিয়মিত সম্প্রচারিত হয়। ডঃ মাজি এছাড়াও পেয়েছেন সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারসমূহ: পেরু থেকে গোল্ডেন পেন অ্যাওয়ার্ড, স্পেন থেকে ২০২৬ গোল্ডেন ঈগল অ্যাওয়ার্ড, রোম থেকে অনারারি অ্যাকাডেমিকিয়ান, মিশর থেকে গোল্ডেন নেকলেস অ্যাওয়ার্ড, ব্রাজিল থেকে গোল্ডেন লোটাস অ্যাওয়ার্ড, পেরু থেকে গোল্ডেন পেন্ডুলাম অ্যাওয়ার্ড। গভীর সংবেদনশীলতা ও পরিশীলিত শৈলী দ্বারা চিহ্নিত তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার স্বীকৃতি সর্বজনবিদিত। তাঁর কাজের গভীরতা ও প্রভাবের সাক্ষ্যস্বরূপ বিশ্ব তাঁকে বিশটি সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেছে। একের পর এক স্বীকৃতিতে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল কর্মজীবন; তিনি পনেরোটি মর্যাদাপূর্ণ বার্ষিক সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছেনযার মধ্যে অন্যতম হলো ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা ও শৈল্পিক উৎকর্ষের প্রতীক 'রৌপ্য সরস্বতী মূর্তি'। তাঁর নামাঙ্কিত বিপুল সংখ্যক প্রকাশনার মধ্যেই তাঁর প্রভাবের গভীরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর অনন্য কাব্যসৃষ্টি অসংখ্য পত্রিকা, সংবাদপত্র ও সমসাময়িক সংকলনকে সমৃদ্ধ করেছে এবং ভারত ও তার সীমানা ছাড়িয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছেছে। আন্তরিক আবেগ ও সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা তাঁর শিল্পসত্তা বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে এক স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছে। তেরোটি অসাধারণ কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে মাজী-র সাহিত্যিক উত্তরাধিকার সুদৃঢ় হয়েছে, যার প্রতিটিই মর্যাদাপূর্ণ আইএসবিএন দ্বারা চিহ্নিত।

তাঁর বাংলা কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছেকবিতা বিচিত্রা, কবিতা দর্পণ, প্রবাদ আঙিনা, প্রেমের বৈকুণ্ঠ, সনেট ভাস্কর, হারানো বাঁশরি, স্মরণে মননে, বন্দে মাতরম ও বর্ণের রহস্য; এবং ইংরেজি কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে ড্রিমস্কেপ , দ্য পিস , দ্য ডিভাইন গ্লো ও ম্যাক্সিমস ৫০০ যা মূলত তাঁরই আত্মার প্রতিফলন। এই গ্রন্থগুলো আগ্রহী পাঠকদের হাতে পৌঁছেছে এবং কালজয়ী কবিতার ছন্দে সান্ত্বনা, সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞা ছড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর শৈল্পিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অসংখ্য সম্মাননা ও পুরস্কার তাঁকে ভূষিত করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ভারত গৌরব ঈশান অ্যাওয়ার্ড', 'ইন্টারন্যাশনাল সলিডারিটি অ্যাওয়ার্ড', 'কবি রত্ন অ্যাওয়ার্ড', 'শরৎ সাহিত্য রত্ন অ্যাওয়ার্ড', 'বঙ্গ শিক্ষা গৌরব', 'ইন্টারন্যাশনাল কবি রত্ন অ্যাওয়ার্ড', 'বঙ্গ রত্ন অ্যাওয়ার্ড' এবং আরও অনেক পুরস্কারযেমন 'রয়্যাল অফ আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার অ্যাওয়ার্ড', 'বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য অ্যাওয়ার্ড', 'গোল্ডেন স্টার অ্যাওয়ার্ড', 'উইলিয়াম শেক্সপিয়ার অ্যাওয়ার্ড', 'নেলসন ম্যান্ডেলা অ্যাওয়ার্ড' ও 'পোয়েট অফ নেচার অ্যাওয়ার্ড'। এই সম্মাননাগুলো কবিতার প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা এবং তাঁর সাহিত্যিক শৈলীর অসাধারণ দীপ্তিরই সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর কাহিনী কেবল স্বীকৃতি বা অর্জনের বিষয় নয়এটি এমন এক মানুষের গল্প যিনি জীবনের সুরকে কবিতায় রূপ দেওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন এবং এমন এক দীর্ঘস্থায়ী উত্তরাধিকার রেখে গেছেন যা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

**(লেখক : পুরস্কার প্রাপক স্বয়ং)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# খোয়াই—আগরতলা জাতীয় সড়কের বেহাল দশা, চরম দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ; দ্রুত সংস্কারের দাবি

খোয়াই, ১০ জুলাই: খোয়াই—আগরতলা জাতীয় সড়কের বিভিন্ন অংশের বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্রমশ বাড়ছে জনঅসন্তোষ। দীর্ঘদিন ধরে সড়কের একাধিক স্থানে বড় বড় গর্ত, ভাঙাচোরা অংশ এবং বৃষ্টির জল জমে থাকায় প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে পথচারী ও যানবাহন চালকদের।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, জাতীয় সড়কটির বিভিন্ন অংশে দীর্ঘদিন ধরেই সংস্কারের প্রয়োজন থাকলেও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিনিয়ত ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিশেষ করে বর্ষাকালে গর্তে জল জমে থাকায় রাস্তার প্রকৃত অবস্থা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ছে, যা দুর্ঘটনার আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে তুলছে।

যানচালকদের দাবি, প্রতিদিন শত শত ছোট-বড় যানবাহন এই সড়ক দিয়ে চলাচল করলেও সড়কের বেহাল অবস্থার কারণে যাতায়াতে অতিরিক্ত সময় লাগছে। পাশাপাশি যানবাহনেরও ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের।

স্থানীয়দের আরও দাবি, বিষয়টি একাধিকবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সংস্কারের কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। ফলে প্রতিদিনই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

এলাকাবাসী, পথচারী এবং যানচালকদের একটাই দাবিঅবিলম্বে খোয়াই—আগরতলা জাতীয় সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলির সংস্কার কাজ শুরু করে নিরাপদ, নির্বিঘ্ন ও দুর্ঘটনামুক্ত যাতায়াতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

# খোয়াইয়ের রাধানগর স্ট্যান্ড থেকে ৪ সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিক আটক, অনুপ্রবেশ ও জাল নথি চক্রের অভিযোগে উদ্বেগ

আগরতলা, ১০ জুলাই: খোয়াইয়ের রাধানগর স্ট্যান্ড এলাকা থেকে চারজন সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ। আটকদের পরিচয় ও ভারতে প্রবেশের বৈধতা যাচাইয়ের পাশাপাশি তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকা থেকে আটক হওয়া বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিকের কাছ থেকে জাল ভোটার পরিচয়পত্র, জাল জন্ম শংসাপত্র এবং অন্যান্য ভুয়ো নথি উদ্ধারের ঘটনা সামনে এসেছে। তবে রাধানগর স্ট্যান্ড থেকে আটক চারজনের কাছ থেকে এ ধরনের কোনো নথি উদ্ধার হয়েছে কি না, সে বিষয়ে পুলিশ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি।

এই ঘটনার পর সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, খোয়াই সীমান্তকে ব্যবহার করে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের ঘটনা মাঝেমধ্যেই সামনে আসছে। যদিও পুলিশের তৎপরতায় সময়ে সময়ে কয়েকজনকে আটক করা হচ্ছে, তবুও আরও অনুপ্রবেশকারী প্রশাসনের নজর এড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন একাংশের বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের পর একটি সংঘবদ্ধ চক্রের মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের দাবি, জাল ভোটার পরিচয়পত্র, জন্ম শংসাপত্র এবং অন্যান্য নথির মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে এই অভিযোগগুলির সত্যতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থা এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি।

রাধানগর স্ট্যান্ড থেকে চারজনকে আটকের ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে যদি কোনো মানবপাচার বা জাল নথি তৈরির চক্রের অস্তিত্ব থাকে, তবে তার সঙ্গে জড়িত মূল হোতাদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হোক।এদিকে, আটক চারজনের বিরুদ্ধে কী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং তদন্তে নতুন কোনো তথ্য উঠে আসে কি না, সেদিকেই নজর রয়েছে প্রশাসন ও স্থানীয় মানুষের।

# আগামী ১৪ ও ১৫ জুলাই আবারো জিবিপি হাসপাতালে দুটি কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর(ডাঃ)মানিক সাহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে সপ্তম কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীরা উপকৃত হচ্ছেন। আগামী ১৪ জুলাই, এবং ১৫ জুলাই, ২০২৬ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে দুইজন কিডনি রোগীর কিডনি প্রতিস্থাপন করা হবে। জিবিপি হাসপাতাল এবং মণিপুরের সিজা হাসপাতালের কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পরপর সাতটি সফল কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে। গত ৮ জুলাই, ২০২৪ রাজ্যে প্রথম কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছিল এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছিল ৩০ ও ৩১ মার্চ, ২০২৬।

এবার যে দু'জনের কিডনি (অষ্টম ও নবম) প্রতিস্থাপন হবে তাদের বয়স যথাক্রমে ২৩ ও ২৫ বছর। জিবিপি হাসপাতাল ও মণিপুরের সিজা হাসপাতালের রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই কিডনি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন। এজন্য গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে কিডনি দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই বর্তমানে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। উল্লেখ্য, এই কিডনি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি মেনে সংশ্লিষ্ট অথরাইজেশন কমিটির বিবেচনা ও অনুমতি পত্র প্রদানের ভিত্তিতেই কিডনি প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও আনুষঙ্গিক অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহ অবশ্যই দাতা ও গ্রহীতার কিডনি ম্যাচ করতে হয়।

# প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় পশ্চিম আনন্দনগরে প্রায় ৫০০ উপভোক্তার হাতে ঘরের অনুমোদনপত্র

আগরতলা, ১০ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএওয়াই)-এর আওতায় গরিব ও অসহায় মানুষের পাকা বাড়ির স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগোল পশ্চিম আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েত। শুক্রবার ১৮ নম্বর সূর্যমণি নগর বিধানসভা কেন্দ্রের পশ্চিম আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রায় ৫০০ জন প্রকৃত উপভোক্তার হাতে নতুন ঘরের অনুমোদনপত্র তুলে দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডুকলি আরডি ব্লকের চেয়ারম্যান ভুলন সাহা, পশ্চিম আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা।অনুষ্ঠানে উপভোক্তাদের হাতে অনুমোদনপত্র তুলে দিয়ে অতিথিরা বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের মাথার উপর নিরাপদ ও স্থায়ী পাকা ছাদের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুফল পৌঁছে দেওয়াই সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার বলে তারা উল্লেখ করেন।বক্তারা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা শুধু একটি আবাসন প্রকল্প নয়, বরং মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বহু পরিবার নিজেদের স্থায়ী ঠিকানা পাওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে। এদিন ঘরের অনুমোদনপত্র হাতে পেয়ে উপভোক্তাদের মুখে আনন্দ ও স্বস্তির ছাপ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে নিজেদের পাকা বাড়ি নির্মাণের সুযোগ পেয়ে তারা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত উপভোক্তারা আশা প্রকাশ করেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ঘর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবে এবং তারা নিজেদের নতুন বাড়িতে বসবাস শুরু করতে পারবেন।

# রাজ্য সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্যের মানুষের যেন বহির্রাজ্যে যেতে না হয়ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে বৃহত্তর অংশের জনসাধারণের স্বার্থে স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ সমস্ত সরকারি পরিষেবা সহজলভ্য করে তোলা। রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ করে তুলছে। এই কাজে অনেকটাই সাফল্য এসেছে। সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্যের মানুষের যেন বহিরাজ্যে যেতে না হয়। আজ আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কের পাশে আমতলি এলাকার বাগমারায় বেসরকারি 'টাইম' হাসপাতালের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে একটি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলা হবে। রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প গোষ্ঠীর বিনিয়োগের পাশাপাশি অনেক সংস্থা বেসরকারি স্তরে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবায় বিনিয়োগেও আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যে প্রাথমিকভাবে ৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগে 'টাইম' হাসপাতালটি গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগে বেসরকারি স্তরে শিশু হাসপাতাল গড়ে উঠবে। বেসরকারি উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে উঠলে রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে। সরকারি স্তরে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে পাশাপাশি বেসরকারি স্তরেও রাজ্যের জেলাগুলিতে হাসপাতাল গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলি যেন উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা নিতে পারে সে ব্যাপারে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্য সরকার এডিসি এলাকায় উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে। অতীতে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন রোগের টিকাকরণ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল। বর্তমানে স্বাস্থ্য দপ্তর বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বলেই আজ রাজ্যে টিকাকরণ সহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও সফলতা এসেছে। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় রাজ্যের মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। ইতিমধ্যে এই যোজনায় ৩০৭ কোটি টাকা চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে জনগণ উপকৃত হয়েছেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানে রাজ্যের জনগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি এটা মনে রাখা দরকার রোগের প্রতিকার থেকে রোগ প্রতিরোধই শ্রেষ্ঠ। সেজন্য প্রত্যেক মানুষের উচিত স্বাস্থ্য সচেতনতা অবলম্বন করে জীবন যাপন করা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, বিকশিত ভারত গড়ার জন্য বিকশিত রাজ্য গড়ে তোলা দরকার। রাজ্য সরকার সেই দিশায় কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী নতুন হাসপাতালটির বিভিন্ন ইউনিট ঘুরে দেখেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'টাইম' হাসপাতালের চেয়ারম্যান জয়ন্ত কুমার রায়। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন 'টাইম' হাসপাতালের কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মণিপাল হাসপাতালের শিশু বিভাগের অধিকর্তা ডা. চেতন গিনগেরি প্রমুখ।

# ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভে "মিট দ্য ইনভেস্টরস" অধিবেশন ও মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

আগরতলা, ১০ জুলাই: আগরতলার গীতাঞ্জলি ট্যুরিজম গেস্ট হাউসে পর্যটন দপ্তর ও পরিবহন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬"-এর "মিট দ্য ইনভেস্টরস" অধিবেশন এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন রাজ্যের পর্যটন ও পরিবহনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এ বিষয়ে মন্ত্রী জানান, এই কনক্লেভ বিনিয়োগকারী, শিল্পপতি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের একত্রিত করে পর্যটন ও পরিবহন খাতে নতুন বিনিয়োগ এবং উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আতিথেয়তা পর্যটন শিল্পকে রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যতম চালিকাশক্তিতে পরিণত করতে পারে। একই সঙ্গে উন্নত ও আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করবে, পর্যটকদের যাতায়াত সহজ করবে এবং টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, অনুষ্ঠানে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর বিনিয়োগকারীদের কাছে ত্রিপুরার বিপুল সম্ভাবনার প্রতি ক্রমবর্ধমান আস্থার প্রতিফলন। বিশ্বমানের পর্যটন পরিকাঠামো নির্মাণ, পরিবহন পরিষেবার উন্নয়ন, সহজ যাতায়াত নিশ্চিত করা এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে রাজ্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার গতিশীল দিকনির্দেশনায় ত্রিপুরাকে পর্যটন, বিনিয়োগ এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর কথায়, 'একসঙ্গে আমরা আরও শক্তিশালী, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সমৃদ্ধ এবং সমৃদ্ধশালী ত্রিপুরা গড়ে তুলছি।'

# "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬" ঘিরে বিপুল বিনিয়োগের আগ্রহ বিদ্যুৎ খাতেই প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব: মন্ত্রী রতন লাল নাথ

আগরতলা, ১০ জুলাই: "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬"-এর উদ্বোধনের আগে রাজ্যে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদী সুর শোনালেন ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ। শুক্রবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, বিদ্যুৎ, কৃষি ও উদ্যানপালন-সহ একাধিক ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগের আগ্রহ দেখিয়েছেন দেশ-বিদেশের বিনিয়োগকারীরা। সব মিলিয়ে কয়েক হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছে এসেছে।

মন্ত্রী জানান, আগরতলার হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই বিজনেস কনক্লেভের মূল লক্ষ্য ত্রিপুরাকে দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া। এছাড়াও রাজ্য ও কেন্দ্রের একাধিক মন্ত্রী, শিল্পপতি এবং বিশিষ্ট অতিথিরা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

রতন লাল নাথ জানান, ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড (টিএসইসিএল)-এর কাছে ইতিমধ্যেই প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তাব এসেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা ১০ হাজার কোটিরও বেশি টাকার পৃথক প্রকল্পে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে কৃষি ও উদ্যানপালন খাতে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা মূল্যের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বিনিয়োগকারীদের কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে রাজ্যের বিদ্যুৎ খাত। কনক্লেভে ড্রোন প্রযুক্তি উৎপাদন, সৌরবিদ্যুৎ, হাইড্রো-কাইনেটিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ত্রিপুরার কৃষিজ পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার তৈরির প্রসঙ্গ তুলে রতন লাল নাথ বলেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লুলু গ্রুপ-এর প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তাঁরা ত্রিপুরার সুগন্ধি লেবু, আনারস, আদা, সুগন্ধি চাল-সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য সংগ্রহের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। খুব শীঘ্রই রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে এই সংগ্রহ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হবে বলেও জানান তিনি।

এছাড়াও বিদ্যুৎ ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের একাধিক সংস্থা ইতিমধ্যেই ত্রিপুরায় এসে কাঁঠাল, আনারস, কাঁকরোল, লেবু, আদা-সহ বিভিন্ন কৃষিজ পণ্যের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। কনক্লেভে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বিপণনের রূপরেখা নির্ধারণ করা হবে বলে জানান বিদ্যুৎমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের আশা, "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬"-এর মাধ্যমে শিল্প, কৃষি, উদ্যানপালন এবং নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে নতুন বিনিয়োগের পথ সুগম হবে। এর ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং ত্রিপুরার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে।

## হলুদ সর্তকবার্তা

● প্রথম পাতার পর

তৈরি হয়েছে। অন্তত, আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে এমনটাই আশঙ্কা করা হচ্ছে। আগামীকাল পশ্চিম, সিপাহীজলা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহওয়া দফতর। তার পাশাপাশি, রাজ্যের বাকি সব জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল। আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, সমুদ্রপৃষ্ঠে অবস্থানরত মৌসুমি অক্ষরেখা গঙ্গানগর, হিসার, উত্তর মধ্যপ্রদেশের উপর অবস্থানরত নিম্নচাপ এলাকার কেন্দ্র, গোরখপুর, পূর্ণিয়া হয়ে পূর্ব-দক্ষিণপূর্ব দিকে মিজোরাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।এছাড়াও পূর্ব বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩.১ থেকে ৪.৫ কিলোমিটার উচ্চতায় একটি ঊর্ধ বায়ু ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। উচ্চতার সঙ্গে এই ঘূর্ণাবর্তটি দক্ষিণমুখী হয়ে হেলে রয়েছে এবং তা এখনও সক্রিয় রয়েছে।পাশাপাশি অসমের উত্তর-পূর্ব অংশের উপর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ০.৯ কিলোমিটার উচ্চতায় আরও একটি ঊর্ধ বায়ু ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। এই সমস্ত আবহাওয়াজনিত পরিস্থিতির প্রভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে আগামী দিনগুলিতে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে ত্রিপুরা, আসাম, মিজোরামসহ পার্শবর্তী এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। ত্রিপুরার জেলাগুলির এক বা দুটি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আগামীকাল পশ্চিম এবং সিপাহীজলা, দক্ষিণ সহ সমস্ত জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে। মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত আগরতলায় ৪১ এমএম, এডিনগর ৪৩.৩ এমএম, লেম্বুছড়া ৫৩ এমএম, বোধজংনগর ৪৫ এমএম, খুমলুঙ ৫৯ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ায় ৪৫ এমএম, বিশালগড়ে ২১.৪ এমএম, গজারিয়ায় ৬৬.৪ এমএম এবং সোনামুড়া মোহনবাগে ৬৯.৬ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, খোয়াই জেলায় ৩৬.২ এমএম এবং তেলিয়ামুড়ায় ১৫ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। গোমতী জেলায় উদয়পুরে ৫০ এমএম, অমরপুরে ২৬ এমএম, করবুক ১৩ এমএম, গকুলপুর ১৭.৫ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তাছাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় ৪৫ এমএম, সাব্রুমে ৮৩.৫ এমএম, বাগাফা ৩১.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে ৪.৫ এমএম, কাঞ্চনপুরে ১.২ এমএম, আশাপাড়া ৩ এমএম, কদমতলায় ৬ এমএম এবং নতুনবাজার ৪.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ৭ এমএম এবং কৈলাসহরে ১৭.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ধলাই জেলায় ছাওমনু ৪.৪ এমএম, গন্ডাছড়ায় ১৭.৫ এমএম, কমলপুরে ১৫.২ এমএম এবং মনুঘাটে ৯ এমএম বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে।

## শিল্প সচিব

● প্রথম পাতার পর

হয়। পরে বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, গুয়াহাটি সহ বিভিন্ন শহরে এফআইসিসিআই এবং অন্যান্য শিল্প সংস্থার সহযোগিতায় প্রচার চালানো হয়।প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, কনক্লেভে মোট ২,৭৩১টি রেজিস্ট্রেশন হয়। এর মধ্যে প্রায় ৭০০ জন সরকারি আধিকারিক এবং প্রায় ২,০০০ জন বিনিয়োগকারী ছিলেন, যারা প্রায় ১,২০০টি সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করেন। দেশ ছাড়াও দুবাই ও কানাডা থেকে প্রতিনিধিরা অংশ নেন। পাশাপাশি ১১টি দেশের রাষ্ট্রদূত, ডেপুটি রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার এবং অন্যান্য আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।সচিব জানান, কনক্লেভে প্রচলিত দপ্তরভিত্তিক স্টলের পরিবর্তে এবার ২৯টি থিমেটিক প্যাভিলিয়নের মাধ্যমে ৪৫টি রাজ্য সরকারি দপ্তর, কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং সরকারি সংস্থাকে যুক্ত করা হয়। ভাইব্র্যান্ট গুজরাট, ম্যাগনেটিক মহারাষ্ট্র, অ্যাডভান্টেজ আসাম এবং রাইজিং নর্থ-ইস্টের মতো বিনিয়োগ সম্মেলনের ধাঁচে এই নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।তিনি বলেন, এবারের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিজনেস-টু-গভর্নমেন্ট বৈঠক, যেখানে বিনিয়োগকারীরা সরাসরি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পান। তাঁর মতে, বড় বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় মন্ত্রীদের সরাসরি আলোচনায় যুক্ত করা হয়েছে।

কিরণ গিত্তে আরও জানান, গত দুই বছরে রাজ্য সরকারের ধারাবাহিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপের ফলে ত্রিপুরার প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বেড়েছে। গত চার বছরে রাজ্যে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার ৪৭০টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে।তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়ালের বক্তব্য অনুযায়ী, ব্যবসায়িক সংস্কারের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। তবে এখন সেই সংস্কারকে বাস্তব বিনিয়োগে রূপান্তর করাই প্রধান লক্ষ্য।খাতভিত্তিক বিনিয়োগ প্রসঙ্গে তিনি জানান, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার আটটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে এল এন্ড টি-এর সহযোগিতায় অ্যাপোলো হাসপাতালের একটি সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল সাবরুমে গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়াও উত্তর ত্রিপুরায় ক্যান্সার হাসপাতাল এবং দুটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব এসেছে।তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে গুগল-এর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। এই প্রকল্পগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, আইটি পার্ক এবং ডেটা সেন্টারের মতো ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মাধ্যমে বহু-খাতভিত্তিক ১১০টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার সম্ভাব্য বিনিয়োগ প্রায় ৩০ হাজার কোটি। সর্বমোট ৩৪২টি মউ-এর মাধ্যমে ১,২১,৩০৩ কোটি টাকার প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি এসেছে, যা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা ঘোষিত ১ লক্ষ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছে। তবে কিরণ গিত্তে স্পষ্ট করেছেন, এই পরিসংখ্যান এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এফআইসিসিআও-এর সঙ্গে যৌথভাবে তথ্য যাচাইয়ের পর ১২ জুলাই চূড়ান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হবে। তিনি জানান, যাচাইয়ের সময় কোনো দ্বৈত তথ্য থাকলে তা বাদ দেওয়া হবে এবং বাকি তথ্য যুক্ত করে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে।

# বিলোনিয়ায় এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলন, স্বাস্থ্য শিবির

বিলোনিয়া, ১০ জুলাই: বিভিন্ন সামাজিক, মানবিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিকে সামনে রেখে দক্ষিণ জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে শুক্রবার বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাব। অনুষ্ঠানে ক্লাবের পক্ষ থেকে আগামী দিনের একাধিক জনসেবামূলক কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জিত চাকমা, এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুচিত্র গুণ চৌধুরী, সম্পাদক পুলক রঞ্জন পোদ্দারসহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা।সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জিত চাকমা জানান, ক্লাবটি শুধুমাত্র সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন মানবিক, স্বাস্থ্যসেবা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। তিনি বলেন, বিগত সময়ে চিকিৎসা সহায়তা এবং কন্যার বিবাহ সংক্রান্ত আর্থিক সমস্যায় থাকা মোট ছয়টি পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে ক্লাব। ভবিষ্যতেও এই ধরনের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।সাংবাদিক সম্মেলনে আগামী কয়েক মাসের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির কথাও ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে আগামী ১৪ জুলাই বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে একটি মেগা স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এই শিবিরে জেলার সাধারণ মানুষের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করা হবে। পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও এই পরিষেবার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।এছাড়া আগামী ১২ আগস্ট, ২০২৬ জেলা শাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে একটি মেগা স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির আয়োজনের ঘোষণা দেওয়া হয়। এ উপলক্ষে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যুবসমাজ এবং জেলার সর্বস্তরের মানুষের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।সাংবাদিক সম্মেলনে আরও জানানো হয়, পূর্ববর্তী বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলতি বছরও বিশ্বকর্মা পূজা উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পূজার সমস্ত ব্যয় জেলা শাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বেচ্ছা অনুদানের মাধ্যমে বহন করা হবে। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ঘোষিত সব কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, চিকিৎসক সমাজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করা হয়েছে।

# জাতীয় মৎস্য চাষী দিবসে ধর্মনগরে মহকুমাস্তরের কর্মশালা, সম্মানিত সফল মৎস্যচাষীরা

ধর্মনগর, ১০ জুলাই: জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস উপলক্ষে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে শুক্রবার ধর্মনগর মৎস্য দপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একদিনব্যাপী মহকুমা-স্তরের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মাছচাষের প্রসার, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্যচাষীদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই ছিল এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও পালন করা হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী দাস সেন, কদমতলা, যুবরাজনগর ও কালাছড়া ব্লকের চেয়ারম্যানগণ, ধর্মনগরের সুপারিনটেনডেন্ট অব ফিশারিজ অঙ্কনা দেব, মৎস্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।কর্মশালায় বক্তারা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষ, উন্নত মানের পোনা ও সুষম খাদ্যের যথাযথ প্রয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, ভর্তুকি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার সুযোগ কাজে লাগিয়ে মৎস্যচাষকে আরও লাভজনক ও টেকসই করে তোলার আহ্বান জানান। মৎস্যচাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সফল ও আগ্রহী মৎস্যচাষীদের সংবর্ধনা। নির্বাচিত মৎস্যচাষীদের হাতে অতিথিরা সম্মাননা স্মারক হিসেবে বড় ডেগ এবং শংসাপত্র তুলে দেন। এই স্বীকৃতি পেয়ে সম্মানিত মৎস্যচাষীরা আনন্দ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে আরও আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।এদিনের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী মৎস্যচাষীরা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প, ভর্তুকি, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য লাভ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে জাতীয় মৎস্য চাষী দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে উপস্থিত সকলেই মৎস্যখাতের উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রাজ্যে মৎস্যচাষকে আরও সমৃদ্ধ করতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

# এবিভিপির ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ধর্মনগরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী

ধর্মনগর, ১০ জুলাই: অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বর্তমান ও প্রাক্তন কার্যকর্তা, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর বিভাগ প্রচারক প্রদীপ দেববর্মা। তিনি তাঁর বক্তব্যে ছাত্রসমাজের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, চরিত্র গঠন, শৃঙ্খলা, সেবার মানসিকতা এবং সংগঠনের আদর্শকে ধারণ করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশের উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ এবং জাতি গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরেন। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীদের হাতে অতিথিবৃন্দ পুরস্কার ও সম্মাননা তুলে দেন।উপস্থিত অতিথিরা এবিভিপির দীর্ঘ ৭৮ বছরের সাংগঠনিক পথচলার প্রশংসা করে বলেন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জাতীয় চেতনা এবং ছাত্রকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তারা ভবিষ্যতেও শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে এবিভিপির সক্রিয় ভূমিকা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সংগঠনের বর্তমান ও প্রাক্তন সকল কার্যকর্তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। অনুষ্ঠানের শেষে বক্তারা দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় পুনর্গঠনের লক্ষ্যে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যক্রম আগামী দিনে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

এদিকে, জাতীয় মৎস্যচাষী দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজারের মুকুট অডিটোরিয়ামে মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষ বিষয়ক একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মাছচাষের প্রসার, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্যচাষীদের আরও দক্ষ করে তোলাই ছিল এই কর্মশালার মূল লক্ষ্য।প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারম্যান স্বপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, বগাফা ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণা রিয়াং, জোলাইবাড়ি ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, ভাইস চেয়ারম্যান কেশব চৌধুরী, বিএসসি-র চেয়ারম্যান অশোক মগ, শান্তিরবাজার পুরপরিষদের কাউন্সিলর শ্যামলাল দেবনাথ ও রাজীব চক্রবর্তী, শান্তিরবাজার মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক ওয়াটসন রিয়াংসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।কর্মশালায় বক্তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষ, উন্নত মানের পোনা নির্বাচন, সুষম খাদ্যের ব্যবহার, জলাশয় ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি মৎস্যচাষীদের আর্থিক উন্নয়ন এবং স্বনির্ভর করে তুলতে রাজ্য সরকার ও মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প, ভর্তুকি এবং সহায়তামূলক উদ্যোগ সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়।অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সফল মৎস্যচাষীদের সম্মাননা প্রদান। জোলাইবাড়ি ব্লক, বগাফা ব্লক এবং শান্তিরবাজার পুরপরিষদ এলাকা থেকে নির্বাচিত তিনজন সফল মৎস্যচাষীকে তাঁদের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কৃত করা হয়।অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমকে শান্তিরবাজার মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক ওয়াটসন রিয়াং জানান, জাতীয় মৎস্যচাষী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল মৎস্যচাষীদের আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করা এবং সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্যচাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

# • কাজের সন্ধান •

## ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারদের উঁচুপদে নিয়োগ

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে ড্রাগ ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ করা প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২০২৬ সালের অনলাইন রিক্রুটমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের (ওআরএ) মাধ্যমে ৪৫০ জন তরুণ-তরুণীর নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রার্থী বাছাই করা হবে ইউপিএসসি'র তত্ত্বাবধানে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে।

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি পাশ যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, যাঁরা এবছর ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দেবেন বা দিয়েছেন তাঁরাও আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ০১-০৭-২০২৬ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ৪৫ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন।

শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম - জয়েন্ট ডিরেক্টর। [illegible]

পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন, নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন ইত্যাদি, জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। যোগ্য প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে, কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ১৭ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে

## এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ (নীপকো),**
শূন্যপদ ঃ ৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (রেল মন্ত্রকের কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, টিজিটি (বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ১৯৭৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ, ফিল্ড সেলস অফিসার (বহিঃরাজ্য, কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৪৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **আই.টি স্পেশালিস্ট, ম্যানেজার, একাউন্টস অফিসার (প্রজেক্ট, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুলাই,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে বা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
এসএসসি-র ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৩৪১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ড্রাগ ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৪৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-সি, স্কাউট এন্ড গাইড কোটা (রেল মন্ত্রক, এন.এফ.আর)**
শূন্যপদ ঃ ২২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, স্কাউট-গাইড সার্টিফিকেট থাকা বাধ্যতামূলক,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ব্রাঞ্চ ইনচার্জ (আই.সি.এ.আই),**
শূন্যপদ ঃ ১২৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২৭-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ক্রেডিট অফিসার (রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৭৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, এমবিএ, পিজিডিএম হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইসর, অপারেটর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, আধার পরিষেবা),**
শূন্যপদ ঃ ১৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে বা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ড্রাইভার, আপার ডিভিশন ক্লার্ক (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিপাশ, কর্মরতদের প্রাধান্য রয়েছে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগস্টে,
কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

## কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৭৫০ এপ্রেন্টিস

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বিশেষ করে ইন্ডিয়ান ওভারসিস ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২ আগস্টে, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ৭৫০ জন নিয়োগ হচ্ছে আইওবি বা ইন্ডিয়ান ওভারসিস ব্যাঙ্কে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২০ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং এইচ.আর.ডি.ডি/ এপ্রেন্টিস/ ০১/ ২০২৬-২৭। তারিখ ৬-৭-২০২৬। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ওভারসিস ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্তি পেতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৭-২০২৬-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। মোট শূন্যপদ ৭৫০টির মধ্যে ২৩২টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ১৭৬টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ৬৩টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ২৪৭টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ৩২টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ৬৮টি পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। ১০০টি এম.সি.কিউ প্রশ্ন, সময় ৯০ মিনিট। বিষয়গুলি হল: জেনারেল/ ফিনান্সিয়াল এওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ এন্ড রিজনিং এপ্টিটিউড, কম্পিউটার অথবা বিষয় ভিত্তিক। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে; প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বরই জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ২ আগস্টে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের সঙ্গে দেওয়া অ্যাকোয়েন্ট ইওরসেল্ফ বুকলেটের মাধ্যমে। এসব ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার প্রায় ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

অনলাইনে পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী। চূড়ান্ত মেধাতালিকা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর নম্বর মিলিয়ে। মেধাতালিকার প্রথম দিক থেকে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগ করা হবে। এপ্রেন্টিসের সময়কাল ১ বছর। এপ্রেন্টিস চলাকালীন সময়ে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা হারে সাম্মানিক স্টাইপেন্ড প্রদান করা হবে।

## ত্রিপুরায়ও নিয়োগ, আগরতলায় পরীক্ষা ব্যাঙ্কে অফিসার পদে ৭,৪৬০ চাকরি

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** ত্রিপুরা সহ সারা দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে প্রবেশনারি অফিসার পদে চাকরির সুযোগ এসেছে। ব্যাঙ্কে চাকরী পেতে হলে দুটো পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। প্রথমটি প্রিলিমিনারি, পরেরটি মেন পরীক্ষা। শুরু হলো আইবিপিএসের কমন পরীক্ষায় পি.ও পদে নিয়োগের দরখাস্ত গ্রহণের কাজ। দেশের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে ৮টি ব্যাঙ্কের ৭৪৬০টি (৬,৭১৫টি পি.ও এবং ৭৪৫টি এস.ও) শূন্যপদের সংখ্যা জানানো হয়েছে। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলোর শূন্যপদ নিরূপনের কাজ চলছে। সব ক'টি ব্যাঙ্কের শূন্যপদের সংখ্যা হিসেব করলে তা ১০ হাজার ছাপিয়ে যাবে বলে তথ্যবিদ্দের ধারণা। এককথায়, প্রবেশনারি অফিসার পদে কয়েক হাজার শূন্যপদে নিয়োগের জন্য প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজ শুরু করছে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন। ঘোষিত ৬,৭১৫টি পি.ও শূন্যপদের মধ্যে ২৭১৯টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ জেনারেল, ওবিসি, এসসি ও এসটি প্রত্যেক প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ১০০৯টি পদ এসসি বা তফশিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য, ৫০২টি পদ এসটি বা তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য এবং ১৮১৬টি পদ ওবিসি'র জন্য এবং ৬৬৯টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। মোট শূন্যপদের মধ্যে ২৮৭টি পদ আবার শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে। আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, বয়স, নিয়মকানুন, নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি এঁদের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। বস্তুত এই পরীক্ষায় সফল হলে ১ বছরের জন্য বৈধ স্কোরকার্ড দেওয়া হবে, অপরদিকে সদস্য ব্যাঙ্কগুলি তাঁদের নিজ-নিজ প্রয়োজনমতো বিভিন্ন শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন সময়ে-সময়ে। সেই বিজ্ঞপ্তির উত্তরে যোগ্যতা, বয়স, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইত্যাদির শর্ত মিললে আবেদন করা যাবে এই স্কোরকার্ডের ভিত্তিতে। ব্যাঙ্ক তখন তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাক্ষাৎকার, গ্রুপ ডিসকাশন ইত্যাদির জন্য ডাকবেন আবেদনকারীদের স্কোরকার্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে। আরও ভালো স্কোরকার্ড করার জন্য আবার আইবিপিএসের পরীক্ষা দিতে পারেন। স্কোরকার্ড যখন ইস্যু করা হবে তখন থেকে ১ বছর তার মেয়াদ থাকবে। এই পরীক্ষায় বসার জন্য যোগ্যতা দরকার ২১-০৭-২০২৬ তারিখের মধ্যে যে-কোনও শাখার সাধারন গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্থাৎ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই এবং ০১-০৭-২০২৬ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স। এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতিবয়সের ছাড় পাবেন। এছাড়াও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছরের ছাড় পেয়ে যাবেন। সেপ্টেম্বরে অথবা অক্টোবরে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হবে অনলাইনে। তবে কার, কবে পরীক্ষা- জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারে। কল লেটার পেয়ে যাবেন পরীক্ষার সাত দিন আগে অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে। কল লেটারের সংকেত পাবেন এসএমএস-এ। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলা বা তার সন্নিকটে কম্পিউটারভিত্তিক বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২১ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্তবুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত জমার ক্ষেত্রে টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

এই পরীক্ষা চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন, ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন পর্যদের সম্মতি ও আইবিএ-র কর্তৃপক্ষের সায় রয়েছে। পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ টাইপের। প্রথমে ১ ঘন্টার, ১০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। এতে সফল হলে মেইন পরীক্ষা মোট ২০০ নম্বর, ২০০টি প্রশ্ন, সময় ১২০ মিনিট। অবজেক্টিভের সব অংশেই নূন্যতম সাফল্য মান পেলেই স্কোরকার্ড পাবেন। পরীক্ষা হবে ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য আগরতলায় (রাজ্য কোড ৪২), পশ্চিমবঙ্গের (রাজ্য কোড ৪৫) কলকাতা, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি ও বহরমপুরে, আসামের (রাজ্য কোড ১৪) গুয়াহাটি, জোরহাট, শিলচর ও ডিব্রুগড়ে, ওড়িশার (রাজ্য কোড ৩৬) ভুবনেশ্বর, বেরহ্যামপুর, বালেশ্বর, কটক ও সম্বলপুরে। অন্যান্য রাজ্যের পরীক্ষা কেন্দ্র ওয়েবসাইটে পাবেন। অপর এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সারা দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোতে স্পেশালিস্ট অফিসারপদে নিয়োগের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এগ্রি.বিএসসি, বিই, বিটেক, এলএলবি পাশ, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), এক্ষেত্রেও অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগস্টে, কেন্দ্র আগরতলা সহ অন্যান্য শহরে।

## সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।**

* নীপকো-তে **এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রেল মন্ত্রকের কর্পোরেট সেক্টরে **ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, টিজিটি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে কর্পোরেট সেক্টরে **এক্সিকিউটিভ, ফিল্ড সেলস অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় কার্যকরী একটি প্রজেক্টে **আই.টি স্পেশালিস্ট, ম্যানেজার, একাউন্টস অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুলাই, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে বা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এসএসসি-র ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৩৪১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **ড্রাগ ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৪৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে বিশেষ করে এন.এফ.আর-এ **গ্রুপ-সি, স্কাউট এন্ড গাইড কোটা** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, স্কাউট-গাইড সার্টিফিকেট থাকা বাধ্যতামূলক, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান আই.সি.এ.আই-এ **ব্রাঞ্চ ইনচার্জ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২৭-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ক্রেডিট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, এমবিএ, পিজিডিএম হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে বিশেষ করে আধার পরিষেবা কেন্দ্র সমূহের জন্য **সুপারভাইসর, অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে বা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ড্রাইভার, আপার ডিভিশন ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিপাশ, কর্মরতদের প্রাধান্য রয়েছে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগস্টে, কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

# বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

অ্যাকাউন্টেবিলিটি কাউন্সিলে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের মেয়াদ পাঁচ বছরেরও বেশি ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক সুদীপ কুমার রায়, শান্তনু দাস, দিলীপ আচার্য, স্বপন সাহা এবং কিশোর আম্বুলিকেও তিন বছরের বেশি সময় বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে রাখা হয়েছিল। এছাড়া অবসরপ্রাপ্ত টিসিএস আধিকারিক এ. কে. পোদ্দার ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সচিব হিসেবে দুই বছরেরও বেশি সময় পুনর্নিয়োগের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করেন বলেও তিনি দাবি করেন।

বন ও পরিবেশ দপ্তরের উদাহরণ তুলে ধরে বিজেপির মুখপাত্র বলেন, ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন লিমিটেডে অবসরপ্রাপ্ত আইএফএস আধিকারিক ড. ভি. কে. বহুগুণা এবং জগদীশ সিং দীর্ঘ সময় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। পাশাপাশি কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরেও ড. শিব নারায়ণ সেন এবং ড. এ. রায় বর্মনের মতো অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের পুনর্নিয়োগ করা হয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও অবসরের পর ডা. জীবন নাগকে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের মেডিক্যাল সুপারিন্টেনডেন্ট পদে নিয়োগ দেওয়ার উদাহরণ তুলে ধরেন তিনি।

নব্যেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, চুক্তিভিত্তিক পুনর্নিয়োগের পেছনে অভিজ্ঞতা ও প্রশাসনিক দক্ষতার পাশাপাশি আর্থিক দিকও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নির্দিষ্ট সম্মানীর ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হলে রাজ্যের রাজকোষের ওপর তুলনামূলকভাবে কম আর্থিক চাপ পড়ে। একইসঙ্গে কোনও আধিকারিক অবসর নিলে তাঁর নিয়মিত পদ শূন্য হিসেবে গণ্য হয় এবং সেই পদে নতুন নিয়োগের সুযোগও বজায় থাকে।

তিনি আরও দাবি করেন, প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের সময়েও তৎকালীন পরিকল্পনা অধিকর্তা পার্থ গুপ্ত অবসরের পর প্রায় আট বছর পুনর্নিয়োগের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

বিজেপির প্রধান মুখপাত্রের বক্তব্য, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকদের চুক্তিভিত্তিক পুনর্নিয়োগ শুধুমাত্র ত্রিপুরায় নয়, কেন্দ্র সরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকার, কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানেও দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা। বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, চলমান প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদ সাময়িকভাবে পূরণের স্বার্থেই এই ধরনের পুনর্নিয়োগ করা হয়ে থাকে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রশাসনিক মহলের মতে, এই ধরনের পুনর্নিয়োগের পেছনে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পাশাপাশি আর্থিক যুক্তিও গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ণকালীন কর্মরত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে সরকারকে মূল বেতন, মহার্ঘ ভাতা (ডিএ), বাড়িভাড়া ভাতা, চিকিৎসা সুবিধাসহ বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা দিতে হয়। অন্যদিকে, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত নির্দিষ্ট সম্মানী বা ফিক্সড পে প্রদান করেই তাঁদের দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো সম্ভব হয়। ফলে রাজ্যের রাজকোষের ওপর তুলনামূলকভাবে কম আর্থিক চাপ পড়ে।

চুক্তিভিত্তিক পুনর্নিয়োগের ফলে সরকারের অনুমোদিত শূন্যপদের সংখ্যাও কমে না। কোনো কর্মকর্তা অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিয়মিত পদটি শূন্য হিসেবে গণ্য হয় এবং প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সেই পদে নতুন নিয়োগের সুযোগ বজায় থাকে। ফলে একদিকে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয়, অন্যদিকে নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়াও অব্যাহত রাখা যায়।এরও আগে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের সময়েও পুনর্নিয়োগের নজির ছিল। তৎকালীন পরিকল্পনা অধিকর্তা পার্থ গুপ্ত অবসরের পর প্রায় আট বছর পুনর্নিয়োগের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করেছিলেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা যায়।

প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞদের মতে, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকদের চুক্তিভিত্তিক পুনর্নিয়োগ শুধুমাত্র ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। কেন্দ্র সরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকার, কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের ব্যবস্থা অনুসৃত হয়ে আসছে। বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি, চলমান প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক শূন্যতা পূরণের স্বার্থেই এই ধরনের নিয়োগ করা হয়।তবে এই ব্যবস্থা নিয়ে মতভেদও রয়েছে। একাংশের মতে, অভিজ্ঞ আধিকারিকদের প্রশাসনে ধরে রাখা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় এবং এতে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। অন্যদিকে সমালোচকদের দাবি, দীর্ঘদিন একই কর্মকর্তাদের পুনর্নিয়োগ বা মেয়াদ বৃদ্ধি করলে নবীন কর্মকর্তাদের পদোন্নতি ও দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগসীমিত হতে পারে। প্রশাসনিক মহলের মতে, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের চুক্তিভিত্তিক পুনর্নিয়োগের ফলে পদোন্নতি বা নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় না। কারণ, এই ধরনের পুনর্নিয়োগ নিয়মিত অনুমোদিত পদের বাইরে চুক্তিভিত্তিকভাবে করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নিয়মিত পদটি শূন্য হিসেবে গণ্য হয় এবং প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সেই শূন্য পদে পদোন্নতি বা নতুন নিয়োগের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। ফলে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর পাশাপাশি নিয়মিত পদোন্নতি ও নতুন নিয়োগ-উভয় প্রক্রিয়াই সমান্তরালভাবে চলতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি।এদিকে, প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্যে অভিজ্ঞ সিনিয়র আইএএস ও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তার ঘাটতি থাকায় অনেক সময় প্রশাসনিক প্রয়োজনেই এই ধরনের পুনর্নিয়োগ করা হয়। বিশেষ করে বন, কৃষি, চিকিৎসা ও অন্যান্য কারিগরি খাতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তুলনামূলক কম ব্যয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়।ভারত সরকারের কর্মী ও প্রশিক্ষণ দপ্তর-এর প্রচলিত নির্দেশিকাতেও জনস্বার্থে এবং দাপ্তরিক জরুরি প্রয়োজনে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সুযোগ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জটিল প্রকল্প বাস্তবায়ন, নীতিনির্ধারণে সহায়তা এবং বিশেষায়িত পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে এই ধরনের নিয়োগ প্রশাসনিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও বহুল প্রচলিত। সব মিলিয়ে প্রশাসনিক মহলের অভিমত, ত্রিপুরায় অবসরোত্তর পুনর্নিয়োগ কোনো নতুন ব্যবস্থা নয়; বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের আমলে অনুসৃত একটি দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক প্রথা।

# আত্মসমর্পণ

● প্রথম পাতার পর

হয়েছিল বলে জানা যায়।

পরবর্তীতে ২০২৫ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ২০২৪ সালের আন্দোলন দমনে তাঁর কথিত ভূমিকার অভিযোগে অনুপস্থিত অবস্থায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। তবে শেখ হাসিনা শুরু থেকেই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন।বর্তমানে ঢাকা তাঁর প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের কাছে একাধিকবার আবেদন জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ আমাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য বারবার ভারতের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছে। কিন্তু আমি নিজেই দেশে ফিরে যাব। তিনি আরও জানান, দেশে ফেরার বিষয়ে কোনও বিদেশি সরকারের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেননি। শেখ হাসিনার দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁর কথায়, আমি বিচারব্যবস্থার উপর বিশ্বাস রাখি। বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলে মানুষ নিজেরাই বুঝতে পারবেন আদালতের প্রক্রিয়া কতটা প্রহসনের। সেটাই আমি প্রমাণ করতে চাই।তবে তিনি ঠিক কোন তারিখে বাংলাদেশে ফিরবেন বা কোন আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন, তা স্পষ্ট করেননি।প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কারাবাস নিয়ে তাঁর কোনও ভয় নেই। রাজনৈতিক জীবনে অতীতেও তিনি একাধিকবার কারাবন্দি হয়েছেন। ২০০৭ সালে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও তাঁকে কারাগারে যেতে হয়েছিল। পরে ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি পুনরায় ক্ষমতায় ফেরেন।শেখ হাসিনা জানান, বর্তমানে তিনি অনলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ১২৫টি আসন নিয়ে বৈঠক করছেন এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।দীর্ঘ দুই দশকের শাসনকাল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন সরকার পরিচালনা করলে ভুল হতেই পারে। কোনও সরকারই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তবে সরকারের ভালো-মন্দ বিচার করার অধিকার জনগণের। সেই বিচার আমি জনগণের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি।

# বিরোধী দলনেতার

● প্রথম পাতার পর

ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেই ড্রোনগুলি বাস্তবে কোনও অগ্নিকাণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। এমনকি কোনও মহড়াতেও সেগুলির ব্যবহার দেখা যায়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

এছাড়া বড়জলার একটি গ্যারেজে সরকারি গাড়ি মেরামতের নামে লক্ষ লক্ষ টাকার বিল করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। বর্তমানে ওই অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক ডিরেক্টর পদেও দায়িত্ব পালন করছেন বলে তিনি জানান।

বিরোধী দলনেতা আরও দাবি করেন, গত ৭ জুলাই ভিজিল্যান্স বিভাগের টিপিএস গ্রেড-১ আধিকারিক জেরিমি ডার্লং পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের চাপ ও অপমানজনক আচরণের কারণে তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছিলেন না। জিতেন্দ্র চৌধুরীর বক্তব্য, একজন তফসিলি জাতিভুক্ত আধিকারিককে এভাবে অপদস্থ করা আইনত গুরুতর অপরাধ এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তীর বিষয়ও তুলে ধরেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর দাবি, প্রদীপ কুমার চক্রবর্তীও এখন পর্যন্ত আটবার পুনর্নিয়োগ পেয়েছেন। তিনি বিলোনিয়া মহকুমার শাসক থাকাকালীন জমি জালিয়াতির অভিযোগে জড়িয়েছিলেন বলেও দাবি করেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। পাশাপাশি তাঁর নামে আগরতলা শহর ও শহরের বাইরে একাধিক জমি রয়েছে বলেও অভিযোগ তুলে বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান তিনি।

সবশেষে বিরোধী দলনেতা প্রশ্ন তোলেন, অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন আমলাকেই কেন বারবার পুনর্নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে এবং এর পেছনে সরকারের কী যুক্তি রয়েছে। তিনি অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান।

# ৫৭০ কেজি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

আগরতলা, ১০ জুলাই: রাজ্যে মাদকবিরোধী অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল যৌথবাহিনী। সিধাই থানাধীন সুরেন্দ্রনগর এলাকায় বিশেষ অভিযানে প্রায় ৫৭০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বুধবার গভীর রাতে আগরতলা এনসিবি-র নেতৃত্বে বিএসএফ, টিএসআর এবং সিধাই থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায়। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সুরেন্দ্রনগরের একটি বাড়িতে তল্লাশি চালানো হলে ড্রামে ভরা বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়।অভিযান শেষে গাঁজাভর্তি মোট ১২টি ড্রাম সিধাই থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে সেগুলির ওজন করে দেখা যায়, উদ্ধার হওয়া গাঁজার মোট পরিমাণ প্রায় ৫৭০ কেজি।

মোহনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) আশীষ দাসগুপ্ত জানান, মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে ধৃতের পরিচয় আপাতত প্রকাশ করা হচ্ছে না।

পুলিশের দাবি, এই মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং গাঁজার চালান কোথায় পাচার করার পরিকল্পনা ছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

# চেইন স"মেশিন জব্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ জুলাই: আজ সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক রাজনগর ওয়াইল্ডলাইফ রেঞ্জ, সুকান্ত সরকার-এর নেতৃত্বে রাজনগর বাজার এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।অভিযান চলাকালীন একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে তল্লাশি চালিয়ে একটি পাওয়ার চেইন স"মেশিন জব্দ করা হয়। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রয়োজনীয় বৈধ অনুমতি/লাইসেন্স ব্যতিরেখে উক্ত যন্ত্রের বিক্রয় ও লেনদেন করা হচ্ছিল।পরবর্তীতে একটি টিম্বার দোকানে অভিযান পরিচালনা করে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটির কোনো বৈধ বন বিভাগের লাইসেন্স নেই। ফলে সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। বনজ সম্পদের অবৈধ ব্যবহার ও কাঠভিত্তিক শিল্পের অনিয়ম রোধে রাজনগর ওয়াইল্ডলাইফ রেঞ্জের এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান সহকারি বন্যপ্রাণী সংরক্ষক সুকান্তসরকার, তৃষ্ণা অভয়ারণ্য রাজনগর বিলোনিয়া।


## আইটিআই ল্যাটারাল এন্ট্রি-২০২৬-এর মাধ্যমে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তৃতীয় সেমিস্টারে ভর্তির জন্য স্পট কাউন্সেলিং

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আইটিআই উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা তৃতীয় সেমিস্টারে ভর্তির জন্য একটি স্পট কাউন্সেলিং অনুষ্ঠিত হবে। এই কাউন্সেলিং শুধুমাত্র সেইসব শিক্ষার্থীদের জন্য, যাদের নাম CSC দ্বারা প্রকাশিত সাধারণ মেধা তালিকায় (https://highereducation.tripura.gov.in/ ওয়েবসাইটের নোটিশ বিভাগে উপলব্ধ) রয়েছে এবং যারা এখনও কোনো পলিটেকনিকে ভর্তি হননি।

| | |
|---|---|
| স্পষ্ট কাউন্সেলিংয়ের তারিখ | ১৫ জুলাই ২০২৬ (বুধবার) |
| কাউন্সেলিংয়ের স্থান | সেন্ট্রাল অফিস, বীরচন্দ্র রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কমপ্লেক্স, ডি.এম. অফিসের নিকটে আখাউড়া রোড, আগরতলা |
| শারীরিক রেজিস্ট্রেশনের সময় | সকাল 11:00 টা থেকে 11:45 টা |
| কাউন্সেলিংয়ের সময় | দুপুর 12:05 থেকে বিকাল 3:00 টা |
| ভর্তির তারিখ | 17/07/2026, 18/07/2026, 20/07/2026 |
| ভর্তির সময় | সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউট দ্বারা বিজ্ঞাপ্তিত সময় অনুযায়ী |
| ভর্তির ফর্ম ও ফি | সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউট দ্বারা বিজ্ঞাপ্তিত সময় অনুযায়ী |

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ**

১. মেধার ভিত্তিতে কাউন্সেলিং: কাউন্সেলিং সম্পূর্ণরূপে মেধার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।

২. সময়মতো রেজিস্ট্রেশন: প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্পট কাউন্সেলিংয়ের জন্য রেজিস্ট্রেশন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৩. প্রার্থীর উপস্থিতি ও নথি: প্রার্থীর শারীরিক উপস্থিতি এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক মূল নথি (original documents) সঙ্গে থাকা আবশ্যক।

৪. অভিভাবকের সংখ্যা: প্রার্থীর সাথে শুধুমাত্র একজন অভিভাবক থাকতে পারবেন।

৫.যদি কোনো প্রার্থী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করতে ব্যর্থ হন এবং কাউন্সেলিংয়ে দেরিতে আসেন, তাহলে তিনি তাঁর মেধা জ্যেষ্ঠতা হারাবেন। সেক্ষেত্রে, সেই মুহূর্তে যে আসনগুলো উপলব্ধ থাকবে, সেখান থেকেই আসন বরাদ্দ করা হবে।

sd/-
(Dr. Tirtharaj Sen, FIE)
Chairman CSC 2026

ICA/D-537/26

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:**
**PNIe-T No. 12/EE/DWS/DMN/2026-27**

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:-

| Sl No. | Name of the Work | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion | Class of Bidder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/SE/DWS/C/ KGT/2025-26 | 1,41,35,102.00 | 2,82,702.00 | 90 Days | Appropriate Class |

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 18-07-2026 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 18-07-2026 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee: 4,000.00 (non refundable).
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-1150/26

**Executive Engineer**
**DWS Division Dharmanagar,**
**North Tripura.**

**PNIT No. F. 07/EE/PWD(R&B)/KHW/2026-27 date: 03-07-2026**

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B) on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD/MES/Railway for the following work through e-procurement portal:

| Sl No. | Name of work/ DNIeT | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CE(Buildings)/ PWD/ACE/ Project Unit/ DNIT/16/2026-27 | 12,13,83,666.00 | 24,27,673.00 | 600(Six hundred) Days |

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-1142/26

**Executive Engineer**
**Khowai Division, PWD(R&B)**
**Khowai Tripura**

**PNIe-T No-06/EE/KCP/2026-2027. Dated, the, 09.07.2026.**

The Executive Engineer, PWD(R&B), Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, invites tender from the eligible bidders up to 15:00 hours on 17.07.2026 for 03 (Three) Nos. work against
**DNIe-T No.- 10/EE/KCP/2026-2027.**
**DNIe-T No.- 11/EE/KCP/2026-2027.**
**DNIe-T No.-12/EE/KCP/2026-2027.**
For details visit https://tripuratenders.gov.in for contact at Mobile No- 9436468935 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-1138/26

**Executive Engineer**
**Kanchanpur Division, PWD(R&B)**
**Kanchanpur, North Tripura.**

**PNIeT No: 35/EE/CCD/PWD/2026-27, Dated, 06/07/2026**

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal: Operation and upkeepment of existing Deep Tube Well and Iron Removal Plant(Modified Type) at Malanchaniwas Govt. Quarter Complex under Central-I Sub-Division, PWD(Building) for 365 days in the year 2026-27. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.
DNIET No: 28/DNIT/EE/CCD/PWD/2026-27
Estimated Cost: 4,44,570.00, Earnest Money: 8,891.00 and Time for completion: 365 days
Last date & time for online Bidding: 15/07/2026 upto 3:00 PM

**Sd/-**
**(B. Das)**
**Executive Engineer**
**Capital Complex Division, PWD(Buildings)**
**Agartala, West Tripura.**

ICA/C-1134/26


# কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তিনি জানান, আজ ত্রিপুরা থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রপ্তানি করা হয়েছে ১,৩০০টি অর্গানিক সুগন্ধি লেবু, ১৮২ কেজি অর্গানিক কালিকাসা সুগন্ধি চাল এবং ৩৫০টি কুইন আনারস। এর মধ্যে খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়ার বড়মুড়া ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি থেকে ১,৩০০টি অর্গানিক সুগন্ধি লেবু, দক্ষিণ ত্রিপুরার রাজনগরের ত্রিশনা ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি (ত্রিশনা এফপিসি) থেকে ১৮২ কেজি অর্গানিক কালিখাসা সুগন্ধি চাল এবং গোমতী জেলার কিল্লার খবাকসা ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি (খবাকসা এফপিসি) থেকে ৩৫০টি কুইন আনারস সরবরাহ করা হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, এই সাফল্য আমাদের কৃষক এবং ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানিগুলির নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং উন্নতমানের জৈব উৎপাদনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।তিনি আরও জানান, সম্প্রতি ত্রিপুরা থেকে ১০,০০০ কেজি অর্গানিক শুকনো বার্ডস আই চিলি (লঙ্কা) সফলভাবে জার্মানিতে রপ্তানি করা হয়েছে। আজকের রপ্তানি ত্রিপুরার অর্গানিক কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। কৃষিমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সরকার অর্গানিক কৃষির প্রসার, মূল্য সংযোজন, উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রণ ও সার্টিফিকেশন, ব্র্যান্ডিং এবং বাজার সংযোগ শক্তিশালী করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এর মূল লক্ষ্য হল কৃষকরা যাতে তাঁদের জৈব উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য পান এবং তাঁদের আয় বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন আন্তর্জাতিক বাজারে ত্রিপুরার অর্গানিক কৃষিপণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। অর্গানিক সুগন্ধি লেবু, কালো সুগন্ধি চাল এবং কুইন আনারস দুবাইয়ে রপ্তানির মাধ্যমে ত্রিপুরার অর্গানিক কৃষি আরও একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এই সাফল্য আমাদের কৃষকদের পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং ত্রিপুরারঅর্গানিক কৃষির প্রতি বিশ্বের ক্রমবর্ধমান আস্থার প্রতিফলন।মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, ত্রিপুরা ডেস্টিনেশন বিজনেস কনক্লেভ চলাকালীন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম ১৪ টি সংস্থার সঙ্গে মোট ১৮, ১০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক বা মৌ স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া ট্রেডা ১৩, ০৮০ কোটি টাকার মৌ স্বাক্ষর করেছে।

কৃষি ও উদ্যানপালন ক্ষেত্রে ৩০টি সংস্থা মোট ১,৬৯৮ কোটি টাকার মৌ স্বাক্ষর করেছে। আগামী দিনে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে বলেও তিনি জানান।


## 1st CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, It has been reported by Sri Subhankar Biswas, FR. I/c. FPU. Unakoti vide OR No.51/FPU- Unakoti /2025-26 dated 29/03/2026 under Kailashahar Forest Sub- Division, on 29-03-2026 at about 04:00 PM over patrolling duty along with the staff he has apprehended I (One) no's vehicle bearing Registration no TR-02E- 1580,(Engine no.- Not Found, Model - Bolero Yoddha Carrier and Chasis no.: Not Found) from Golakpur, under Chandipur Range, with loaded 0.120 cum sawn timber without valid documents (GP/TP), and brought under the custody of Sub-Divisional Forest Officer's office complex, Kailashahar for safe custody.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide notification No.F.7(310)/For/ FP-2016/25701- 747, dated 15-11-2016 of Addl. Secretary to the Government of Tripura, as Authorized Officer for the purpose under Sub-Section 52 (A) of Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate the said seized vehicle bearing Registration TR-02E-1580,(Engine no.- Not Found, Model - Bolero Yoddha Carrier and Chasis no. Not Found) from Golakpur, under Chandipur Range, with loaded 0.120 cum sawn timber without valid documents, violating the Indian Forest Act, 1927 for its use in commission of Forest Offence w/s 41, 42, 52 and 52(A) of IFA 1927 and rules made there under by the Govt. of Tripura.

WHEREAS, a Claimant Notice vide NO.17-1/Con/ TR-02E-1580/SDFO-KLS/2025-26/912-34 dated, 27-05- 2026 has been issued from this office and no Claim has been made till date.

NOW THEREFORE, It is hereby brought to the notice of the legal owner (s) of the said vehicle to prefer his/her/their claim over the vehicle to the Authorized Officer (Sub-Divisional Forest Officer, Kailashahar) within 30 (thirty) days from the date of issue of this notice along with copies of all relevant documents regarding lawful ownership of the said seized vehicle. If the owner (s) or his's/her's/their's authorized representative failed to prefer any claim over the seized vehicle within stipulated period, the decision regarding confiscation of the vehicle along with seized forest produces should be taken ex-parte.

Till such time the vehicle along with seized produce will remain under safe custody at SDFO office complex Kailashahar

Issued under my Seal & Signature this day on 07.07.2026

**(Subham Das, TFS)**
**Sub-Divisional Forest Officer**
**Kailashahar Forest Sub-Division**

ICA/D-535/26

**NOTICE INVITING e- TENDER NO:-21/EE/AGRI/W/2026-27**

The Executive Engineer, Agri. West Divisionon behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Contractors/Farms/ Private Ltd. Farm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

| Sl no. | Name of work &DNIeT no. | Estimated cost | Earnest money | Last date of e-bidding | Date of opening | Class of Tender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renovation of Driver's Rest Room at Director of Agriculture Office Complex. (27/AGRI/EE(WEST-I)/2026-27) | Rs.3,04,071/- | Rs. 6,081/- | Up to 15/07/2026 at 2.00 P.M | At 03.00 PM on 15/07/2026 | Appropriate Class |
| 2. | Construction of boundary wall at front side of Post Harvest & Food Processing Training Centre at Ramnagar, Agartala. (28/AGRI/EE(WEST-I)/2026-27) | Rs.11,65,636/- | Rs. 23,313/- | | | |
| 3. | Construction of boundary wall at South side of Post Harvest & Food Processing Training Centre at Ramnagar, Agartala. (29/AGRI/EE(WEST-I)/2026-27) | Rs.12,18,814/- | Rs. 24,376/- | | | |

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

**(Er. Partha Pratim Pal)**
**Executive Engineer (West Div-I)**
**For and on behalf of Governor of Tripura**
**Department of Agriculture & F.W**
**Agartala, Tripura (West)**

ICA/C-1156/26

**PNIET No.: 06/EE/UDP-DIVN/UDP/2026-27, Dated. 06.07.2026**

The Executive Engineer, PWD(R&B), Udaipur Division, Udaipur Gomati District Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD /MES/Railway for the following work through e-procurement portal:-

| Sl No. | DNIT No. | Estimate Cost | Earnest Money | Time for Completion | Last date & Time for document downloading & bidding | Time & date of Opening of Bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIT No:09/ NIT/SE-III/R/ 2026-27 | Rs. 1,40,63,827.00 | Rs. 2,81,277.00 | 180 Days | Upto 3.00 PM on 14.07.2026 | At 04.00 PM on 14.07.2026 If Possible |

All the above mentioned online activity should be done in the e-procurement portal http://tripuratenders.gov.in.
Bid Fee of 4000.00 only (Non Refundable).
Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

**(Er. H. Majumder)**
**Executive Engineer**
**PWD(R&B), Udaipur Division**
**Gomati District, Tripura.**

ICA/C-1144/26


# মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ নাগরিকের আভা অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এছাড়া হেলথ ফ্যাসিলিটি রেজিস্ট্রি (এইচ.এফ.আর.) এবং হেলথ প্রফেশনাল রেজিস্ট্রি (এইচ.পি.আর.) এর কাজ ১০০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৩১টি সরকারি হাসপাতালে স্ক্যান এবং শেয়ার পরিষেবার মাধ্যমে প্রায় ১৮ লক্ষ ডিজিটাল টোকেন রোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এরফলে রোগীদের অপেক্ষার সময় কম লাগার পাশাপাশি পরিষেবাও দ্রুত প্রদান সম্ভব হচ্ছে। আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের আওতায় মডেল হাসপাতাল হিসেবে আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসা রোগীদের বিভিন্ন পরিষেবা ডিজিটালি প্রদান করা হচ্ছে। রাজ্যের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাকে আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের আওতায় মডেল জেলা হিসাবে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। রাজ্যে ১০০ শতাংশ নাগরিকের আভা অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ডোর টু ডোর সচেতনতা কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, পিএম-জেএওয়াই এবং সিএম-জেএওয়াই ভুক্ত রাজ্যের সমস্ত সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন সমন্বিত হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এইচ.এম.আই.এস.) চালু করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রোগীদের তথ্য এবং স্বাস্থ্য রেকর্ড সহজভাবে আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে ইন্টিগ্রেটেড হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (আই.এইচ.এম.আই. সিস্টেম)-কে বিভিন্ন সরকারি হেলথ পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল হেলথ ক্লেইম এক্সচেঞ্জ আগামী দিনে সমস্ত পিএম-জেএওয়াই এবং সিএম-জেএওয়াই ভুক্ত সরকারি হাসপাতালগুলিতে চালু করা হবে। যারফলে দ্রুত, কাগজবিহীন এবং সহজ উপায়ে স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ লাভ করা সম্ভব হবে। সভায় ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি-এর যুগ্ম সচিব কিরণ গোপাল ভি. দেশে আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন বাস্তবায়ন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন সারা দেশে চালু হয়ে গেলে রোগীদের চিকিৎসা নথিপত্র সহজে যেকোনও স্থানে ব্যবহার করা যাবে। এরফলে একই পরীক্ষা বারবার করার প্রয়োজনীয়তা থাকবে না, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা কার্যক্রম দ্রুত করা সম্ভব হবে এবং আর্থিক ব্যয়ও হ্রাস পাবে।

# জল বিপদসীমার ওপরে

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গৌরনগর ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী লাঠিয়াপুড়া এলাকায় মনু নদীর বাঁধের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় মহকুমা প্রশাসন, জলসম্পদ দপ্তর এবং সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবীরা যৌথভাবে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

মহকুমাশাসক শান্তিময় দেববর্মা জানান, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় কৈলাসহর মহকুমাজুড়ে মোট ১৮টি আশ্রয় শিবির চালু করা হয়েছে। সেখানে ১,১৭৭টি পরিবারের মোট ৪,৯৩৯ জন মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। আশ্রিতদের মধ্যে রয়েছেন ২,১২২ জন পুরুষ, ২,০০৩ জন মহিলা এবং ৮১৪ জন শিশু।

গত দুই দিন ধরে মহকুমাশাসক শান্তিময় দেববর্মা জলসম্পদ দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, এসডিও, অন্যান্য আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে চণ্ডিপুর ব্লকের শ্রীরামপুর, ছনতৈল, কৈলাসহর পুরসভার ১৩ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ড এবং গৌরনগর ব্লকের লাঠিয়াপুড়া, রাঙ্গাউটি, কাউলিকুড়া, জলাই-সহ বিভিন্ন বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও প্লাবিত অঞ্চল ঘুরে দেখে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন তিনি।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কৈলাসহরের পুরনো বিমানবন্দর সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব অংশে বাঁধে ফাটল ও লিকেজ ধরা পড়ায় জরুরি ভিত্তিতে মাটি ভর্তি বস্তা ফেলে এবং আর্থ ফিলিংয়ের মাধ্যমে মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। শহর ও সংলগ্ন নিচু এলাকাকে আরও বড় ধরনের প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

আশ্রয় শিবিরগুলিতে রান্না করা খাবার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, শিশুদের জন্য দুধ ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে, একটি আশ্রয় শিবিরে এক শিশুকে কুকুরে কামড়ানোর ঘটনা ঘটলে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও জলাতঙ্ক প্রতিরোধী টিকা দেওয়া হয়েছে।

মহকুমা প্রশাসন জানিয়েছে, যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় এনডিআরএফের প্রথম ব্যাটালিয়নের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। প্রতি ঘণ্টায় মনু নদীর জলস্তর পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। যদিও বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমেছে, তবুও প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।

এদিকে, কৈলাসহর পুরপরিষদের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গাপুর এলাকায় বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে জলাবদ্ধতার কারণে বহু বাড়িতে জল ঢুকে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মনু নদীর জল নিষ্কাশনের জন্য সুইস গেট সময়মতো না খোলা এবং পাম্পের মাধ্যমে জল অপসারণ না করায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় নেতাজী মেমোরিয়াল ক্লাবের সভাপতি মৃন্ময় মল্লিক দাবি করেন, ৭ ও ৮ জুলাই একাধিকবার বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রণজয় দেববর্মাকে সুইস গেট খুলে পাম্পের সাহায্যে জমা জল নিষ্কাশনের অনুরোধ জানানো হয়েছিল। সময়মতো ব্যবস্থা নেওয়া হলে এই জলাবদ্ধতা বা "কৃত্রিম বন্যা" এড়ানো সম্ভব ছিল বলে তাঁর দাবি। তিনি বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসকের কাছেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অন্যদিকে, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তথা উনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান অভিযোগ করেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন জিরো পয়েন্ট এলাকায় মনু নদীর বাঁধ সংস্কারে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঁধ সংস্কারের কথা থাকলেও বাস্তবে সেই অনুযায়ী কাজ হয়নি। ফলে নদীর জল বাড়তেই বাঁধ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

শুক্রবার তিনি মহকুমাশাসক শান্তিময় দেববর্মা, গৌরনগর ব্লকের বিডিও অঙ্কার দেব এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় তিনি বাঁধ সংস্কারের গুণগত মান এবং কাজের তদারকি নিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে প্রশ্ন তোলেন।

## চলতি সপ্তাহেই মিলবে এপ্রিল-জুনের টাকা পেনশন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

আগরতলা, ১০ জুলাই: কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সামাজিক পেনশন প্রকল্পের টাকা বিলম্বিত হওয়ায় উদ্বিগ্ন সুবিধাভোগীদের আশ্বস্ত করলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। শুক্রবার তিনি জানান, এপ্রিল, মে এবং জুন মাসের বকেয়া পেনশনের টাকা চলতি সপ্তাহের মধ্যেই সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে। মন্ত্রী জানান, সমাজকল্যাণ দফতরের অধীনে মোট ৩৪টি পেনশন প্রকল্প রয়েছে। এর মধ্যে রাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত ৩০টি প্রকল্পের টাকা প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহেই নিয়ম অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে। পেনশন প্রদানে সমস্যা দেখা দিয়েছে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থায়নে চলা প্রকল্পগুলিতে। এর মধ্যে রয়েছে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং অন্ত্যোদয় ও বিপিএল পরিবারের জন্য নির্ধারিত সুবিধা। পেনশন প্রদানে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করে টিঙ্কু রায় জানান, কেন্দ্র সরকারের চালু করা নতুন এসএনএস-পিওএস পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করার প্রক্রিয়ার কারণেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। আগে কেন্দ্র সরকার তার অংশের অর্থ রাজ্যকে পাঠাত। এরপর রাজ্য সরকার নিজের অংশ যোগ করে প্রতি মাসে মোট ২ হাজার টাকা পেনশন হিসেবে সুবিধাভোগীদের প্রদান করত। নতুন ব্যবস্থায় কেন্দ্র সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তাদের অংশের টাকা পাঠাচ্ছে এবং রাজ্য সরকার আলাদাভাবে নিজেদের অংশ প্রদান করছে। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় করতে কিছুটা সময় লাগায় পেনশন প্রদানে বিলম্ব হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি আরও জানান, নতুন ব্যবস্থার অধীনে প্রায় ১০০ জন সুবিধাভোগীকে নিয়ে সফলভাবে পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। বাকি সুবিধাভোগীদের তথ্য ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়াকরণের জন্য কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে।মন্ত্রী বলেন, চলতি সপ্তাহেই অনেক সুবিধাভোগী একসঙ্গে দুই মাসের পেনশনের টাকা পেয়ে যাবেন। আগামী দিনে যাতে নতুন ব্যবস্থায় নিয়মিত ও সময়মতো পেনশন প্রদান করা যায়, সেই লক্ষ্যে দফতর কাজ করছে বলেও জানান তিনি। দফতরের আধিকারিকদের মতে, নতুন পদ্ধতিতে সাময়িক সমস্যার সৃষ্টি হলেও এর মাধ্যমে পেনশন বিতরণ ব্যবস্থায় আরও স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা আসবে। মন্ত্রীর আশ্বাসে দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া পেনশনের অপেক্ষায় থাকা হাজার হাজার সুবিধাভোগীর মধ্যে স্বস্তি ফিরবে বলে আশা করা হচ্ছে।

## বড়দোয়াল ৩ নম্বর ওয়ার্ডে বেহাল রাস্তা, দুর্ভোগে ১৬০ পরিবারের বাসিন্দারা

আগরতলা, প্রতিনিধি: বড়দোয়াল ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তার সমস্যায় ভুগছেন। বড়দোয়াল বাজার থেকে মোল্লাপাড়া এবং বড়দোয়াল বাজার থেকে চর পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, রাস্তার এমন পরিস্থিতি যে মোটরসাইকেল, গাড়ি এমনকি সাইকেল নিয়েও নিরাপদে যাতায়াত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্ষার সময় কাদা ও জল জমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এই এলাকায় প্রায় ১৬০টি পরিবারের বসবাস। প্রতিদিন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ীসহ বহু মানুষকে এই রাস্তা ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু রাস্তার বেহাল দশার কারণে তাঁদের প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

## জিবি হাসপাতালে অর্থোপেডিক বিভাগের

● আটের পাতার পর

সাথে এই ধরনের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা লাভ করে রোগীর পরিবার পরিজনেরা খুবই আনন্দিত। গত ৩ জুলাই তিনি আবার অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্টে রুটিন চেকআপে আসেন। বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং চলাফেলা করতে কোনও অসুবিধা হয় না এখন তার। উল্লেখ্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের হাতেগোনা যে কয়টি ইনস্টিটিউশনে (পেলভিক বোন) অস্ত্রোপচার হয়, তার মধ্যে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল অন্যতম।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## স্মার্ট মিটার বন্ধসহ ৮ দফা দাবিতে বামুটিয়া বিদ্যুৎ দপ্তরে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

আগরতলা, ১০ জুলাই : স্মার্ট মিটার স্থাপন বন্ধ, বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণ বিল প্রত্যাহার এবং বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল বাতিলসহ ৮ দফা দাবিতে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের বামুটিয়া বিভাগীয় কার্যালয়ে ডেপুটেশন দিল বামুটিয়া ব্লক কংগ্রেস।

কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বামুটিয়া বিধানসভার কালী বাজার এলাকা থেকে শুরু হয়ে বামুটিয়া বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে একটি প্রতিনিধি দল দপ্তরের আধিকারিকের কাছে তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেন।

এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাপতি তন্ময় রায়, সাধারণ সম্পাদক সুজিত পাল, কংগ্রেসের এসসি সেলের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস, বামুটিয়া ব্লক যুব কংগ্রেসের সভাপতি বিপ্লব বিশ্বাসসহ দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

ডেপুটেশন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেসের এসসি সেলের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস জানান, সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। তিনি স্মার্ট মিটার স্থাপন বন্ধ, বিদ্যুৎ পরিষেবার উপর বাড়তি চাপ কমানো এবং গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার দাবি জানান।

কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, বিদ্যুৎ পরিষেবা সাধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত। তাই বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন আনার আগে সাধারণ মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

## পুলিশকর্মীর নিরাপত্তা নিয়ে আইজিপির দ্বারস্থ ডিওয়াইএফআই-টিওয়াইএফ প্রতিনিধি দল, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সরব নবারুণ দেব

আগরতলা, ১০ জুলাই: রাজ্যে পুলিশের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি)-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করল ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ-এর একটি প্রতিনিধি দল। শুক্রবার আইজিপির কাছে স্মারকলিপি দিয়ে পুলিশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানায় তারা।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, সম্প্রতি পুলিশ সদর কার্যালয়ের পাশ থেকে এক সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই)-এর সঙ্গে অপহরণের মতো ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই পুলিশের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে আইজিপির সঙ্গে দেখা করা হয়েছে।

নবারুণ দেব বলেন, বর্তমানে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তাঁর দাবি, শুধু সাধারণ মানুষই নন, পুলিশকর্মীরাও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছেন। গত কয়েক মাসে বিচারক, পুলিশকর্মী এবং এসডিএমের ওপর হামলার ঘটনাও সামনে এসেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, যারা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে রয়েছেন, তারাই যদি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত হবে সেই প্রশ্নই আইজিপির সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদকের দাবি, সাক্ষাতের সময় আইজিপি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। তবে প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে তাঁকে বাস্তব পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। নবারুণ দেবের বক্তব্য, পুলিশ সদর কার্যালয়ের পাশ থেকেই যদি একজন পুলিশকর্মীর সঙ্গে অপহরণের মতো ঘটনা ঘটতে পারে, তাহলে বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে রাজ্যের পুলিশকর্মীদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

## জাতীয় মৎস্যচাষী দিবসে কৈলাসহরে কর্মশালা, আধুনিক মাছচাষে জোর

কৈলাসহর, ১০ জুলাই: জাতীয় মৎস্যচাষী দিবস উপলক্ষে ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর মহকুমা মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে শুক্রবার শ্রীরামপুর বিবেকানন্দ হলে গৌরনগর ও চণ্ডীপুর ব্লকের মৎস্যচাষীদের নিয়ে এক কর্মশালা ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশের অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও রাজ্য, জেলা এবং মহকুমা স্তরে দিবসটি পালিত হয়।

অনুষ্ঠানে দুই ব্লকের শতাধিক মৎস্যচাষী অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কৈলাশহর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান চপল রানী দেবরায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর ও শ্যামল দাস, চণ্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান লাকি পাল দাস, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নোমান উদ্দিনসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৈলাশহর মহকুমা মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক প্রণব কান্তি নাথ। তিনি জাতীয় মৎস্যচাষী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক পদ্ধতিতে মাছচাষের গুরুত্ব, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্যচাষীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরাও তাঁদের বক্তব্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নত মানের পোনা ও খাদ্যের সঠিক প্রয়োগ এবং মৎস্যচাষীদের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও সহায়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তাঁরা বলেন, সরকারি প্রকল্পগুলির সঠিক বাস্তবায়ন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্যচাষীদের আয় বাড়ানো সম্ভব।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী মৎস্যচাষীদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প, ভর্তুকি, প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে মৎস্যখাতকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মাছচাষের প্রসারে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান বক্তারা।

## প্রকল্প কর্মীদের দাবিতে শ্রম ভবনের সামনে বিক্ষোভ, নিয়মিতকরণ ও ন্যূনতম মজুরির দাবি

আগরতলা, ১০ জুলাই: প্রকল্প কর্মীদের দাবিকে সামনে রেখে শুক্রবার আগরতলার শ্রম ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে সিআইটিইউ অনুমোদিত বিভিন্ন সংগঠন। ১০ জুলাই ”কালা দিবস” পালনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেয় ত্রিপুরা মিড ডে মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ত্রিপুরা আশা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেলপার্স ইউনিয়ন। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানের মাধ্যমে তারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন।

কর্মসূচিতে উপস্থিত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, মিড ডে মিল কর্মী এবং আশা কর্মীদের নিয়ে সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার কোনওটিই বাস্তবায়ন করা হয়নি। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্পভিত্তিক কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ জনসেবামূলক কাজ করে এলেও তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, এই কারণেই প্রতিবাদ হিসেবে ”কালা দিবস” পালন করা হচ্ছে। তারা সরকারের কাছে অবিলম্বে প্রকল্প কর্মীদের নিয়মিতকরণ, ন্যূনতম মজুরি অনুযায়ী বেতন-ভাতা প্রদান, পেনশন ও গ্র্যাচুইটির মতো সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা চালুর দাবি জানান।

নেতৃত্বের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে একই দাবিতে আন্দোলন চললেও সরকার কার্যকর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাই ভবিষ্যতেও দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে বলে তারা হুঁশিয়ারি দেন।

## ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ-এর সমাপ্তি: এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই: বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ এবং ব্যবসা পরিচালনার সহজীকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত দু”দিনব্যাপী ”ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ” আজ সফলভাবে শেষ হয়েছে। আজ দ্বিতীয় দিনে কনক্লেভ-র সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ সচিবালয়ের বিশেষ সচিব কেশব কুমার পাঠক, রাজ্যের মুখ্য সচিব জে. কে. সিনহা, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, গ্রামোন্নয়ন ও বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং-সহ শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীগণ।

অনুষ্ঠানে মুখ্য সচিব জে. কে. সিনহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সংস্কারমুখী ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ সচিবালয়ের বিশেষ সচিব কেশব কুমার পাঠক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি জানান, কনক্লেভের প্রথম দিন থেকেই শিল্পমহলের ব্যাপক সাড়া মিলেছে এবং ইতোমধ্যেই ত্রিপুরায় এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের এসেছে। তিনি বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করে বলেন, শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের স্থান ঊর্ধমুখী। রাজ্যের অর্থনৈতিক সংস্কার গত দু বছরে দশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশেষ সচিব কেশব কুমার পাঠক প্রশাসনিক সংস্কার ও ডিরেগুলেশন বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মাত্র তিন মাসের মধ্যে ত্রিপুরা সরকার দ্রুততার সঙ্গে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়ণ করেছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি জানান, ”ত্রিপুরা মডেল” ইতিমধ্যেই দেশের একাধিক রাজ্যের কাছে অনুসরণযোগ্য মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্য সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আরও সহজ ও স্বচ্ছ হয়েছে। তিনি শিল্প প্রতিনিধিদের ২০২৭ সালে শুরু হতে যাওয়া ডিরেগুলেশনের তৃতীয় পর্যায়ের আগে গঠনমূলক মতামত ও পরামর্শ দেওয়ার আহ্বান জানান। দ্বিতীয় অধিবেশনে মুখ্য সচিব জে. কে. সিনহা, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, ভি. অনন্ত নাগেশ্বরন এবং অর্থ দপ্তরের সচিব পি. কে. গোয়েল অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনিয়োগের সম্ভাবনা এবং শিল্পবান্ধব নীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং উপস্থিত অতিথি ও প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে একাধিক সমঝোতাপত্র (মউ) স্বাক্ষর। শিল্প ও বাণিজ্য, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন, উদ্যানপালন, উচ্চশিক্ষা, বিদ্যালয় শিক্ষা, পর্যটন, মৎস্য, পরিবহন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, বিদ্যুৎ এবং তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর গুগল ইন্ডিয়া, আইআইটি খড়াপুর এবং আইসিটি অ্যাকাডেমি-র সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করে।

দু”দিনব্যাপী এই কনক্লেভের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পরিচালক ড. দীপক কুমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথি, বিনিয়োগকারী, শিল্প প্রতিনিধি এবং অংশগ্রহণকারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন যে, এই কনক্লেভ ত্রিপুরাকে দেশের অন্যতম বিনিয়োগবান্ধব রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

## ত্রিপুরার বিদ্যুৎ নিরাপত্তায় বড় পদক্ষেপ, এনএইচপিসি-টিএসইসিএল এর মধ্যে ৪০ বছরের বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর

আগরতলা, ১০ জুলাই: ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে এবং অবশ্যই পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি ব্যবহারে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সূচিত হলো, ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভে। শুক্রবার আগরতলায় এনএইচপিসি লিমিটেড এবং ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড -এর মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এই চুক্তির আওতায় অরুণাচল প্রদেশে নির্মীয়মান এনএইচপিসির ১, ৭২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কমলা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ পাবে। প্রকল্পটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হওয়ার পর থেকে টানা ৪০ বছর এই চুক্তি কার্যকর থাকবে।

এই দীর্ঘ মেয়াদি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির মাধ্যমে এ রাজ্যের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত। একই সঙ্গে নবায়নযোগ্য ও সবুজ জ্বালানির ব্যবহার বাড়িয়ে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।

শুক্রবার আগরতলায় আয়োজিত দুই দিবসীয় ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভে এনএইচপিসির পক্ষে জেনারেল ম্যানেজার (কমার্শিয়াল) রঞ্জিত ঠাকুর এবং টিএসইসিএলের পক্ষে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (কমার্শিয়াল) সুজাতা সরকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং (আইএএস) এবং টিএসইসিএলের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু। এছাড়াও এনএইচপিসি ও টিএসইসিএলের ঊর্ধতন আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা: বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬’-এর অংশ হিসেবেই এই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এই চুক্তির ফলে ভবিষ্যতে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ সরবরাহ আরও স্থিতিশীল হবে এবং রাজ্যে শিল্প, বাণিজ্য ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী বিদ্যুৎ অবকাঠামো গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

## বিশালগড়ে বিজেপির উদ্যোগে একাধিক গ্রাম সভা, সরকারি প্রকল্প নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

বিশালগড়, ১০ জুলাই: কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারি পরিষেবার অগ্রগতি তুলে ধরতে শুক্রবার বিশালগড় বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম সভার আয়োজন করা হয়।

শুক্রবার সকাল থেকে নবীনগর, বাইদ্যারদিঘি, রঘুনাথপুর, মধ্য লক্ষীবিল, রাউৎখলা এবং প্রভুরামপুরসহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই গ্রাম সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনা হয় এবং সেগুলির সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিশালগড় ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অতসী দাস, বিশালগড় বিজেপি মণ্ডলের সভাপতি তপন দাসসহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব, জনপ্রতিনিধি এবং কর্মীরা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুশান্ত দেব বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সড়ক পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের বাস্তবায়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। একই সঙ্গে তিনি বিরোধী দল সিপিআই(এম)-এর সমালোচনা করে দাবি করেন, তাদের শাসনামলে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী উন্নয়ন হয়নি। বর্তমান সরকার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। গ্রাম সভায় উপস্থিত সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি এলাকার উন্নয়ন, অবকাঠামো এবং জনসেবামূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজেদের মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন। আয়োজকদের দাবি, ভবিষ্যতেও এ ধরনের গ্রাম সভার মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পের তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের সমস্যার কথা সরাসরি শোনার উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

## গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মাছ চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই: রাজ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্যচাষিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। রাজ্যে প্রতিবছর প্রায় ১ লক্ষ ১৭ হাজার মেট্রিক টন মাছের চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৮৫ হাজার মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হচ্ছে। তাতে প্রায় ৩০ হাজার মেট্রিক টন মাছের ঘাটতি থাকছে যা বহিরাজ্য থেকে আমদানি করে পূরণ করতে হচ্ছে। আজ লেম্বুছড়াস্থিত মৎস্য মহাবিদ্যালয়ে ২৬তম জাতীয় মৎস্যচাষি দিবস এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে টেকসই নীল অর্থনীতি (ব্লু ইকোনমি) গড়েতোলার লক্ষ্যে মৎস্যচাষিদের ক্ষমতায়ণ শীর্ষক কৃষক-বিজ্ঞানী কর্মশালার উদ্বোধন করে বন দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা একথা বলেন।

বনমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এখনও চাহিদার তুলনায় প্রায় ৩০ হাজার মেট্রিক টন মাছের ঘাটতি থাকায় মৎস্যচাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্যচাষিদের আর্থিক সহায়তা, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, মৎস্যচাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। মাছ চাষের উন্নতিতে মৎস্যচাষিদের এই সুযোগ সুবিধাগুলি গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে কম জায়গায় অধিক পরিমাণে মাছ উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে বিজ্ঞানীদের আরও সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মাছ চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাছ উৎপাদনের পাশাপাশি এর বাজারজাত করণের জন্যও উদ্যোগ নিতে হবে। রাজ্যের আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে মৎস্যচাষে যুক্ত হয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্যচাষে রাজ্যকে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং নিজে আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য বনমন্ত্রী আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইসিএআর আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রধান ড. বুরহান ইউ চৌধুরী, লেম্বুছড়াস্থিত কৃষি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. দেবাশিষ সেন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৎস্য মহাবিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক এ বি প্যাটেল। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাগর চন্দ্র মন্ডল। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার সফল মৎস্যচাষি বিশ্বজিৎ দাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ১৫০ জন মৎস্যচাষির মধ্যে মাছের খাদ্য ও পোনা বিতরণ করা হয়। বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা একটি প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর কর্মশালায় অংশ নেওয়া বিজ্ঞানী ও মৎস্যচাষিদের মধ্যে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

## পঞ্চায়েতমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নলছড় ব্লকভিত্তিক উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই: নলছড় ব্লকের কমিউনিটি হলে আজ নলছড় ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের এক পর্যালোচনা সভা আয়োজিত হয়। পঞ্চায়েতমন্ত্রী কিশোর বর্মনের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ দত্ত, পঞ্চায়েত দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অনুরাগ সেন, সোনামুড়ার মহকুমা শাসক রাজু দেব, নলছড় ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুরঞ্জিত সরকার, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সদস্যগণ ও বিভিন্ন পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভার শুরুতে নলছড় ব্লকের বিডিও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য তুলে ধরেন। এমজিএন রেগা, পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিল, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন-এর বরাদ্দকৃত অর্থে চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের চিত্র তুলে ধরেন।

সভায় গ্রামীণ সড়ক, পানীয়জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, উদ্যানপালন, গ্রামোন্নয়ন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, বিদ্যুৎ, পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন দপ্তরের বিগত অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি বর্তমান অর্থবছরে চলমান প্রকল্পগুলির অগ্রগতি, কাজের গুণগতমান বজায় রাখা, নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা এবং সরকারি পরিষেবা আরও জনমুখী করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মন্ত্রী কিশোর বর্মন সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল সমাজের প্রতিটি জনগণের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সমস্ত দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে উন্নয়নের ধারাকে আরও ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান তিনি। মন্ত্রী পূর্বতন এমজিএন রেগা প্রকল্পের সঙ্গে বর্তমানের ভিবি-জিরামজি প্রকল্পের সমন্বয় ঘটিয়ে আরও বেশি করে শ্রমদিবস তৈরি করে স্থায়ী সম্পদ গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

## ধর্মনগরে ইন্ডিয়া ডিজাস্টার রিসোর্স নেটওয়ার্ক পোর্টাল সম্পর্কিত এক জেলাস্তরের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলেআজ বিপর্যয় মোকাবিলা প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে ”ইন্ডিয়া ডিজাস্টার রিসোর্স নেটওয়ার্ক” পোর্টাল সম্পর্কিত এক জেলা স্তরের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলা বিপর্যয় মোকাবেলা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক এল, দারলং, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট-এর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফিসার সুমন দেব, উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফায়ার ও ইমারজেন্সি সার্ভিসেস, স্বাস্থ্য, পূর্ত গ্রামীণ উন্নয়ন, প্রাণিসম্পদ বিকাশ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, উদ্যান বিদ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা ইত্যাদি দপ্তরের জেলাস্তরের আধিকারিকগণ সহ বিএসএফ ও টিএসআর-এর আধিকারিক গণ। কর্মশালায় অতিরিক্ত জেলাশাসক এল. দারলং বলেন, যেকোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় অত্যন্ত দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করার জন্য সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় সম্পদ, বিভিন্ন যন্ত্রসামগ্রী কোথায় রয়েছে তা জানা অত্যন্ত জরুরি।

এই উদ্দেশ্যেই ”ইন্ডিয়া ডিজাস্টার রিসোর্স নেটওয়ার্ক” পোর্টালটিকে নিয়মিত আপডেট রাখার উপর কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়, যাতে আপদকালীন পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসন দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করতে পারে। কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন অর্থাৎ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফিসার সুমন দেব এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

## ভাঙনের মুখে সত্যমালা চাকমার

● আটের পাতার পর

দেখা দিয়েছে এবং ঘরটি ধীরে ধীরে হেলে পড়ছে। তাঁর বাড়িটি গোমতী নদী থেকে মাত্র প্রায় ৪০ মিটার দূরে অবস্থিত। নদীর ভাঙন ও অতিবৃষ্টির কারণে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

সত্যমালা চাকমা জানান, গত কয়েকদিন ধরে তিনি রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারছেন না। তাঁর আশঙ্কা, ঘুমের মধ্যেই যদি ঘরটি ভেঙে পড়ে বা নদীর ভাঙনে ভেসে যায়, তাহলে তাঁর ও তাঁর ছেলের প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। তাই প্রতিটি রাত আতঙ্কের মধ্যেই কাটছে।

অভিযোগ, এত সংকটজনক পরিস্থিতি সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত প্রশাসনের কোনো প্রতিনিধি তাঁর খোঁজখবর নিতে যাননি। এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নিরাপদ স্থানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা, জরুরি ত্রাণ সহায়তা এবং স্থায়ী পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হোক।এখন দেখার বিষয়, এই অসহায় বিধবা মহিলার পাশে দাঁড়াতে প্রশাসন কী ধরনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

াঙ্গন

# বর্ণাঢ্য আয়োজনে আজ আগরতলা প্রেস ক্লাব ফুটবল প্রিমিয়ার লীগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই। ।সাংবাদিকদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্ণাঢ্য আয়োজনে শুরু হতে যাচ্ছে 'আগরতলা প্রেস ক্লাব ফুটবল প্রিমিয়ার লিগ-২০২৬'। এই ফুটবল মহোৎসবের বিস্তারিত তথ্য সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরতে এবং ট্রফির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করতে আজ, শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হল-এ স্পোর্টস সাব-কমিটির উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়, কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায়, সহ-সম্পাদক তথা কনভেনার স্পোর্টস কমিটি অভিষেক দে, কার্যকরী সদস্য অভিষেক দেববর্মা, স্পোর্টস কমিটির জয়েন্ট কনভেনার সুপ্রভাত দেবনাথ এবং স্পোর্টস কমিটির সদস্যা চন্দ্রীমা সিরকার। উপস্থিত কর্মকর্তা ও অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে এদিন প্রতিযোগিতার আকর্ষণীয় ট্রফিগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়।সাংবাদিক সম্মেলনে এবারের টুর্নামেন্টের আকর্ষণীয় প্রাইজমানির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। জানানো হয়েছে, প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৩,০০০ টাকা এবং রানার্স দল পাবে ২,০০০ টাকা। এছাড়া তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে থাকছে ১,০০০ টাকা। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের স্বীকৃতি হিসেবে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক গোলদাতাকে ১,০০০ টাকা এবং সেরা গোলরক্ষককে ৫০০ টাকা নগদ পুরস্কার ও ট্রফি দিয়ে সম্মানিত করা হবে। এর আগে গত মঙ্গলবার প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হলে অত্যন্ত সফলভাবে খেলোয়াড় নিলাম (প্লেয়ার অকশন) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে অংশ নেওয়া চারটি শক্তিশালী দল এপিসি ফাইটার, এপিসি টাইগার, এপিসি ওয়ারিয়র এবং এপিসি লায়ন স্ব-স্ব অধিনায়কদের উপস্থিতিতে অভিজ্ঞ ও তরুণ খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে তাদের চূড়ান্ত স্কোয়াড গঠন করেছে।আগামীকাল (শনিবার) সকাল ৯টা থেকে আগরতলার ক্ষুদিরাম স্কুল মাঠে টুর্নামেন্টের জমকালো আসর বসবে। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই আকর্ষণীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি চিত্রা রায়, স্পোর্টস সাব-কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, সম্পাদক রমাকান্ত দে এবং ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অমিত চৌধুরী সহ একাধিক বিশিষ্ট ক্রীড়াব্যক্তিত্ব। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য উপস্থিত থাকবেন। প্রেস ক্লাবের স্পোর্টস সাব-কমিটির কনভেনার অভিষেক দে এই ক্রীড়া উৎসবকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সফল করে তুলতে ক্রীড়াপ্রেমী জনগণ ও গণমাধ্যমের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

# ভারতরত্নকে ৫ গোলে উড়িয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন জম্পুইজলা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন জম্পুইজলা প্লে সেন্টার, ফাইনালে ভারতরত্নকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিল দুরন্ত ছেলেরা। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ) পরিচালিত সি-ডিভিশন সুপার লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে অপরাজিত চ্যাম্পিয়নের গৌরব অর্জন করল জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম ম্যাচে ভারতরত্ন সংঘকে ৫-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিল তারা। গ্রুপ লিগের দুর্দান্ত ফর্ম সুপার লিগেও বজায় রেখেছিল জম্পুইজলা। প্রথম ম্যাচে সিমনা তামাকারিকে ১-০ এবং দ্বিতীয় ম্যাচে ইকফাই ফুটবল ক্লাবকে ৪-০ গোলে হারানোর পর, এদিনের ম্যাচেও শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের ওপর দাপট দেখাতে শুরু করে জম্পুইজলার ফুটবলাররা। ম্যাচের ৩০ মিনিটে কয়ান কলৈইয়ের দৃষ্টিনন্দন গোলে খাতা খোলে জম্পুইজলা। এরপর ৪২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সাগর ত্রিপুরা। প্রথমার্ধের ঠিক শেষ মুহূর্তে, অর্থাৎ ৪৪ মিনিটে ভারতরত্ন সংঘের জুবিয়াল দেববর্মা একটি ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন, যা ভারতরত্ন শিবিরের ওপর চাপ আরও বাড়িয়ে দেয়।দ্বিতীয়ার্ধেও জম্পুইজলার আক্রমণের ঝাঁঝ বিন্দুমাত্র কমেনি, বরং ম্যাচ যত গড়িয়েছে ভারতরত্ন সংঘের রক্ষণভাগ ততটাই অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে। ৭০ মিনিটে সুখদয়াল জমাতিয়া দলের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করার মাত্র পাঁচ মিনিটের মাথায়, ৭৫ মিনিটে পহর জমাতিয়া ব্যবধান ৪-০ করে জম্পুইজলার জয় নিশ্চিত করে ফেলেন। এরপর ৭৭ মিনিটে নিজের ব্যক্তিগত দ্বিতীয় তথা দলের পঞ্চম গোলটি করে ভারতরত্ন সংঘের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন সেই সাগর ত্রিপুরা। অন্যদিকে গ্রুপ স্তরে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুপার লিগে পা রাখলেও, এখানে এসে পুরোপুরি খেই হারিয়ে ফেলল ভারতরত্ন সংঘ। ইকফাই ও সিমনা তামাকারির কাছে হারের পর শেষ ম্যাচেও এই বিশাল পরাজয় তাদের আত্মবিশ্বাসে বড় ধাক্কা দিল। শেষ বাঁশি বাজতেই ৫-০ গোলের দাপুটে জয়ের সাথে সাথে গোটা টুর্নামেন্টে একটিও ম্যাচ না হেরে অপরাজিত লিগ চ্যাম্পিয়নের ট্রফি ঘরে তুলল জম্পুইজলা প্লে সেন্টার।

# বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ফ্রান্স! পেনাল্টি নষ্ট করেও নায়ক সেই এমবাপেই

ফ্রান্স ২ (এমবাপে, দেম্বেলে)
মরক্কো ০

কে আটকাবে এই ফ্রান্সকে? বৃহস্পতিবার রাতের ম্যাচের পর এই প্রশ্ন উঠতেই পারে। যে ভাবে দাপটের সঙ্গে খেলে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে গেল তারা, তাতে এই দলকে আটকানো বেশ মুশকিলের কাজ হতে চলেছে। অঘটন না হলে, আবার বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠতে পারে ফ্রান্স। তার জন্য অবশ্য সেমিফাইনালে স্পেনের মতো কঠিন বাধা পেরোতে হতে পারে। সেই বাধা টপকে গেলে ফ্রান্সকে ট্রফি জয় থেকে আটকানো মুশকিল। বিশ্বকাপে টানা তিন বার ফাইনালে ওঠার নজির রয়েছে পূর্বতন পশ্চিম জার্মানি এবং ব্রাজিলের। ১৯৯৪-২০০২, টানা তিন বার ফাইনালে উঠেছিল ব্রাজিল। ট্রফি জিতেছিল দু'বার। পশ্চিম জার্মানি ১৯৮২-১৯৯০ ফাইনাল খেলেছিল। ট্রফি জিতেছিল এক বার।

কাতার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মরক্কোর বিরুদ্ধে খেলেছিল ফ্রান্স। সে বার জিতেছিল ২-০ গোলে। এ বারও ম্যাচের ফল ঠিক তাই। তবে গত বার যে দু'জন গোল করেছিলেন, তাঁরা স্কোরশিটে নেই। প্রথম জন, লুকাস হের্নান্দেজ ছিলেন বেঞ্চে। আর রান্ডাল কোলো মুয়ানিকে তো বিশ্বকাপেই নেওয়া হয়নি। কিন্তু যে দলে কিলিয়ান এমবাপের মতো ফুটবলার রয়েছেন তাদের আর চিন্তা কী! এ দিন পেনাল্টি নষ্ট করলেন তিনি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে যে গোলটি করলেন তা অনেক দিন মনে রাখার মতো।

ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণাত্মক খেলছিল দুই দলই। তবে মরক্কোর থেকে ফ্রান্সের আক্রমণের ঝাঁঝই ছিল বেশি। চার মিনিটের মাথায় দায়োত উপামেকানোর জোরালো হেড বাঁচিয়ে দেন মরক্কোর গোলকিপার ইয়াসিন বোনো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের আক্রমণ বাড়তে থাকে।

২৫ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি পায় ফ্রান্স। নিজেদের অর্ধে মরক্কোর আশরফ হাকিমির থেকে বল কেড়ে নেন ডেজিরে ডুয়ে। তিনি পাস দেন এমবাপেকে। একাই অনেকটাই দৌড়ে মরক্কোর বক্সে ঢুকে পড়েন এমবাপে। সেখানে তাঁকে ফাউল করেন নৌসের মাজরাউই। এতটাই স্পষ্ট ছিল সেই ফাউল যে রেফারির সিদ্ধান্তে মাজরাউই নিজেই বিশেষ প্রতিবাদ জানাননি।

অথচ সেই পেনাল্টির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেই সময় লাগল তিন মিনিট ১০ সেকেন্ড। ভার-এর রেফারিদের রিপ্লে দেখা যেন শেষই হচ্ছিল না। অবশেষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সম্ভবত এতটা বেশি সময় লাগার কারণেই মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটেছিল এমবাপের। জীবনের সবচেয়ে খারাপ পেনাল্টিটা মারেন তিনি। মরক্কোর গোলকিপার বোনো এমনিতেই পেনাল্টি বাঁচানোর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। গোলকিপারের বাঁ দিকে এমবাপের নিচু শট এতটাই ধীরগতির ছিল যে বোনোর হাত থেকে বল বেরিয়ে পর্যন্ত যায়নি। সরাসরি তাঁর হাতে জমা পড়ে। মিনিট দশেক পর আবার দলের পতন রোধ করেন বোনো। বক্সের ঠিক বাইরে থেকে শট নিয়েছিলেন ডুয়ে। সেটি বাঁচিয়ে দেন। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে বার কাঁপিয়ে দেন লুকাস ডিগনের একটি শট।

দ্বিতীয়ার্ধেও ফ্রান্সের খেলায় সেই আগ্রাসী ভাবই লক্ষ করা গিয়েছে। প্রশ্ন ছিল, কত ক্ষণ মরক্কো তাদের আটকে রাখতে পারবে? প্রাথমিক কিছুটা সময় মরক্কোর দাপট দেখা গেলেও ধীরে ধীরে খেলা ধরে নেয় ফ্রান্স। তার পরেই মাত্র চার মিনিট ব্যবধানে দু'টি গোল মরক্কোকে বিধ্বস্ত করে দেয়।

মরক্কোর বক্সের ঠিক বাইরে বল পেয়েছিলেন এমবাপে। আশেপাশে বেশ কয়েকজন মরক্কোর ফুটবলার ছিলেন। ডান দিকে সামান্য কাট করে চকিতে শট মারেন এমবাপে। বোনো উড়ে গিয়েও বাঁচাতে পারেননি। এত ক্ষণ পর্যন্ত মরক্কো বিশেষ জায়গা দেয়নি ফ্রান্সকে। একটি সুযোগেই গোল করে দেন এমবাপে।

গোল হজম করতেই মরক্কোর রক্ষণ খুলে যায়। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে চার মিনিট পরে আবার গোল করে ফ্রান্স। এই গোলের ক্ষেত্রেও এমবাপের প্রশংসা প্রাপ্য। বল নিয়ন্ত্রণ করতে করতে মরক্কোর ফুটবলারদের নিজের দিকে টেনে এনেছিলেন এমবাপে। ফলে ফাঁকা হয়ে যান দেম্বেলে। তাঁকে পাস দেন এমবাপে। কিছুটা সময় নিয়ে ডান পায়ের নিচু শটে গোল করেন দেম্বেলে। বোনো আরও একটু চেষ্টা করতে পারতেন শটটি বাঁচানোর। তিনি কিছুটা এগিয়ে থাকায় শট বাঁচানো আরও সমস্যার হয়ে যায়।

তবু বোনোর কৃতিত্ব কোনও ভাবে অস্বীকার করা যাবে না। মরক্কোর হার যে মাত্র দু'গোলের ব্যবধানে হল, তার নেপথ্যে রয়েছে বোনোর কেরামতি। তিনি অন্তত পাঁচটি নিশ্চিত গোল বাঁচিয়েছেন। ফ্রান্সের একের পর এক আক্রমণ রুখে দিয়েছেন। না হলে লজ্জা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হত মরক্কোকে। তারা অকারণে খেলার গতি কমিয়ে দিতে চেয়েছে। ফ্রান্সের ফুটবলারদের খুচরো ফাউল করে রাগিয়ে দিতে চেয়েছে। তার কোনও কিছুই শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি।মরক্কোকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে ফ্রান্স। শেষ চারের লড়াইয়ে তাদের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ স্পেন। তার আগে ফরাসি শিবিরের উদ্বেগ বাড়াল কিলিয়ান এমবাপের চোট। তা ছাড়া এমবাপের পেনাল্টি নষ্ট হওয়ায় অসন্তুষ্ট ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশঁ। উসমান দেম্বেলেও মেনে নিয়েছেন, তাঁদের আরও ভাল খেলা উচিত ছিল। সব মিলিয়ে ফ্রান্স-মরক্কো ম্যাচের পর আলোচনার কেন্দ্রে এমবাপেই।

মরক্কোর বিরুদ্ধে পুরো ৯০ মিনিট খেলতে পারেননি এমবাপে। নির্ধারিত সময়ের ১৩ মিনিট বাকি থাকতেই তাঁকে তুলে নিয়ে জাঁ ফিলিপে মাতেতাকে নামান দেশঁ। গোড়ালিতে চোট পেয়েছেন এমবাপে। কয়েক বার গোড়ালি ধরে মাঠে বসে পড়লেও খেলা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। যদিও ফ্রান্স কোচ সেমিফাইনালের আগে ঝুঁকি নিতে চাননি। এমবাপের চোট নিয়ে ফ্রান্স শিবির থেকে সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। পরে তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি ঠিক আছি। গোড়ালিতে একটু লেগেছে। এমনি ঠিকই আছে। আর মাতেতা শেষ ১৫ মিনিট আমার চেয়ে বেশি কার্যকর। তাই ওকে নামানো হয়েছিল।" ম্যাচের পর দর্শকদের অভিবাদনও গ্রহণ করেন হাসিমুখে।

এমবাপে স্বাভাবিক থাকলেও তাঁর পেনাল্টি নষ্ট হওয়ায় খুশি নন দেশঁ। ২৫ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি পায় ফ্রান্স। এমবাপে অনেকটা দৌড়ে মরক্কোর বক্সে ঢুকে পড়েন। সেখানে তাঁকে ফাউল করেন নৌসের মাজরাউই। এতটাই স্পষ্ট ছিল সেই ফাউল যে রেফারির সিদ্ধান্তে মাজরাউই নিজেই বিশেষ প্রতিবাদ জানাননি। অথচ সেই পেনাল্টির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেই সময় লাগল তিন মিনিট ১০ সেকেন্ড। ভার-এর রেফারিদের রিপ্লে দেখা যেন শেষই হচ্ছিল না। অবশেষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সম্ভবত এতটা বেশি সময় লাগার কারণেই মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটেছিল এমবাপের। জীবনের সবচেয়ে খারাপ পেনাল্টিটা মারেন তিনি। মরক্কোর গোলরক্ষক বোনো এমনিতেই পেনাল্টি বাঁচানোর ব্যাপারে দক্ষ। তাঁর বাঁ দিকে এমবাপের নিচু শট এতটাই ধীরগতির ছিল যে বোনোর হাত থেকে বল বেরিয়ে পর্যন্ত যায়নি। সরাসরি তাঁর হাতে জমা পড়ে।

এমবাপের এমন পেনাল্টি নিয়ে ম্যাচের পর দেশঁ বলেছেন, "এমবাপে পেনাল্টি মারার আগে রিভিউয়ের জন্য ২ মিনিটের বেশি সময় নষ্ট হয়। এমবাপে তৈরিই ছিল। কাউকে দোষ দিতে চাই না।

## ফুটবলে ক্রমাগত উন্নতি বীরেন্দ্র ক্লাবের মূল লক্ষ্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। শতবর্ষ বিজড়িত রাজধানী আগরতলার প্রাচীনতম বীরেন্দ্র ক্লাবের লক্ষ্য ক্রমাগত উন্নতি করে অতীতের সোনালি দিনগুলো ফিরিয়ে আনা। শুক্রবার ক্লাব ঘরে আসন্ন দ্বিতীয় ডিভিশন লিগের লক্ষ্যে ফুটবল দলের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে ক্লাবের সম্পাদক দেবন দত্ত এই কথাগুলি বলেন।সাংবাদিক সম্মেলনে সম্পাদক দেবনবাবু ফুটবল দলের অধিনায়ক হিসেবে স্টিফেন পল ডার্লং এর নাম ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "আমরা গত বছর রানার্স হয়েছি। এবারও আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে দল গঠন করা হয়েছে। আশা করি সুনাম ধরে রেখে বীরেন্দ্র ক্লাব খেলবে"। দেবনবাবুর সাথে ছিলেন ক্লাবের সহ-সভাপতি সুদীপ দাশগুপ্ত, কেশব মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ সঞ্জিত সাহা ও সদস্য বিশ্বজিৎ দেব। বীরেন্দ্র ক্লাবের ফুটবল দলে রয়েছে - স্টিফেন সহ সুস্থহরি জমাতিয়া, জয় কিষাণ ঘাসি, আশুতোষ দেববর্মা, বিশ্বজিৎ ধানুক, প্রীতম সরকার, শক্তি ত্রিপুরা, বিনোদ কুমার জমাতিয়া, বোয়ার দেববর্মা (সহ-অধিনায়ক), কুমার সতনাম ঘোষ, মনোজিত সিং বড়ুয়া, আর. স্টাপোস, ভক্তিপদ জমাতিয়া, সঞ্জয় জমাতিয়া, প্রণব সরকার, সপ্তম হরিজন, আনন্দ কিশোর জমাতিয়া, রবিউল হাসান, সুহেল মিয়া ও লালনুন হরিয়ালা ডার্লং।

## 'আমাকে টাচকরবে না', কাবো ভার্দের লোপেজকে বলে দিয়েছিলেন বিরক্ত মেসি

বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ ৩২-র ম্যাচে কাবো ভার্দেকে হারাতে অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত খেলতে হয়েছিল আর্জেন্টিনাকে। ১২০ মিনিটের লড়াই ৩-২ ব্যবধানে দেতেন লিয়োনেল মেসিরা। সেই ম্যাচে কাবো ভার্দের রবের্তো লোপেজের সঙ্গে কিছু কথা বলতে দেখা গিয়েছিল মেসিকে। লোপেজ জানিয়েছেন, মেসি তাঁকে ছুঁতে বারন করেছিলেন। তা হলে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক কি নিজেকে আলাদা ভাবেন?

মেসিকে সামনে থেকে দেখার মুগ্ধতার কথা বলেছেন লোপেজ। তিনি বলেছেন, "কথা হয়েছিল। তবে তেমন বিশেষ কিছু নয়। ওকে একদম সামনে পেয়ে তাকিয়ে ছিলাম। হালকা ধাক্কা দিয়েছিলাম। বোঝার চেষ্টা করেছিলাম, ঠিক দেখছি কিনা! মেসিকে ছুঁয়ে বোঝার চেষ্টা করেছিলাম, ও আমাদের মতোই মানুষ কিনা। কিন্তু আমার অকারণ ধাক্কাটা মেসি ভাল ভাবে নেয়নি।"

লোপেজ আরও বলেছেন, "মেসি আমাকে বলে, 'লোপেজ এটা কিন্তু ফাউল। এখানে বল নেই। তুমি এ ভাবে আমাকে ছুঁতে পার না। এ ভাবে আমাকে টাচকরবে না।' ওর কথা শুনে মনে হয়েছিল, আমায় বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তাই খুব একটা পাত্তা দিইনি। হাফটাইম হওয়ার পর মেসিকে বলেছিলাম, আমার শুধু আপনাকে একটু ছোঁয়া দরকার। কারণ আপনি আমার পিছনে থাকলে বড় বিপদে পড়ে যাব। উনি আমার কথাটা বুঝেছিলেন। তার পর আমরা হাত মিলিয়ে নিয়েছিলাম।"

মেসিকে সামনে থেকে দেখার মুগ্ধতার কথা জানিয়েছেন লোপেজ। কাবো ভার্দের ফুটবলারের মতোই এলএম টেনকে নিয়ে মুগ্ধ ফুটবল বিশেষজ্ঞেরাও। ৩৯ বছর বয়সেও প্রতি ম্যাচে গোল করছেন। প্রায় একা টানছেন আর্জেন্টিনাকে। আটটি গোল করে সোনার বুট জয়ের দৌড়েও প্রথমে রয়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক।

# ভেঙে গেল আটলাসের সিংহদের বুক, রূপকথাও হারাল সুর

শেষ বাঁশি বাজার কিছুক্ষণ পর বোস্টনের জায়ান্ট স্ক্রিনে ভেসে উঠল'থ্যাংক ইউ'। যেন স্টেডিয়াম নিজেই ফিসফিসিয়ে বলছে, আজকের গল্প এখানেই শেষ। কিন্তু গ্যালারির দুই প্রান্তে তখন লেখা হচ্ছিল সম্পূর্ণ দুই রকম গল্প।

এক পাশে নীল জার্সির উত্তাল ঢেউফরাসি সমর্থকদের কণ্ঠে বিজয়ের গান, আলিঙ্গনে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস আর মুখজুড়ে সেমিফাইনালে ওঠার স্বস্তি। অন্য পাশে লাল জার্সির সমুদ্র যেন এক নিথর পাথরকেউ আসন ছেড়ে উঠতে পারছেন না, কেউ অপলক তাকিয়ে আছেন সবুজ ঘাসের দিকে, কারও চোখ বেয়ে অলক্ষেই নেমে আসছে অশ্রু। বাবার হাত ধরে আসা ছোট্ট মরোক্কান শিশুটিও হয়তো বুঝে গেছে, 'আজ আর কোনো রূপকথা নেই'। কারণ, রূঢ় বাস্তবতা হলো ম্যাচটা ফ্রান্সই জিতে নিয়েছে ২-০ গোলে।

এ পরাজয়ের পরও মরক্কোর ডাগআউটে কোনো ভাঙনের করুণ সুর ছিল না; বরং সেখানে ছিল এক বুক প্রতিজ্ঞার ভাষা। ম্যাচ শেষে মরক্কোর কোচ মোহাম্মদ উয়াহবি মাথা উঁচু করেই বললেন, 'আমরা শুধু একটি দেশের প্রতিনিধিত্ব করি না, মরক্কোর মানুষের পাশাপাশি এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশের মানুষের স্বপ্ন বহন করি। অনেকেই এই দলে নিজেদের খুঁজে পান। আজ আমরা হেরেছি, কিন্তু ভবিষ্যতে শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে আমাদের এই লড়াই থামবে না।'

অন্যদিকে ফ্রান্সের ড্রেসিংরুমে ছিল লক্ষ্যপূরণের এক শান্ত তৃপ্তি। সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করার পরও সেখানে উচ্ছ্বাসের চেয়ে সংযমের আবরণটাই ছিল স্পষ্ট। ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশমের কণ্ঠে ঝরে পড়ল সেই পেশাদারত্বের সুর, 'আমরা ঠিক সেই জায়গায় পৌঁছেছি, যেখানে পৌঁছাতে চেয়েছিলাম। এখন সেমিফাইনালের প্রস্তুতি নিতে হবে। ফ্রান্সজুড়ে নিশ্চয়ই এখন উৎসব চলছে। কিন্তু আমরা এখনো আমাদের কাজের মধ্যেই আছি। খেলোয়াড়দের দায়িত্ব যতটা সম্ভব এগিয়ে যাওয়া। আপাতত আমরা একটি বড় বাধা পেরিয়ে এসেছি। এটাই তৃপ্তির।'

দুই কোচের এই দুই বক্তব্য যেন একই ম্যাচের দুটি ভিন্ন অভিধান। একটিতে হার মেনেও আগামী দিনের বুকভরা স্বপ্ন, অন্যটিতে জয় পেয়েও আরও বড় লড়াইয়ের এক চিলতে প্রস্তুতি।

অবশ্য মাঠের গল্পটা পুরোপুরি ফ্রান্সময়। যাঁরা অতীতে মরক্কোর রূপকথা বুঁদ হয়ে দেখেছেন, তাঁদের কাছে প্রথমার্ধের মরক্কোকে চিনে নেওয়া সত্যিই কঠিন ছিল। চেনা সেই গোছানো আক্রমণ নেই, লক্ষ্যভেদী শট নেই, নেই প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার মতো সাহসী ফুটবল। আফ্রিকার সিংহরা যেন নিজেদের জাল অক্ষত রাখতেই ব্যস্ত। দ্বিতীয়ার্ধে তারা কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও ফ্রান্সের আক্রমণের ধার আর কৌশলের সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি।ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন ওই একজনইকিলিয়ান এমবাপ্পে। ৬০ মিনিটে প্রতিপক্ষের পেনাল্টি বক্সের প্রান্তে নিজের সেই 'গোল্ডেন জোনে' বল পেয়ে যান। সেখান থেকে নেওয়া এমবাপ্পের দুর্দান্ত শটটি মরক্কোর জাল কাঁপিয়ে দেয়, যেটি এবারের বিশ্বকাপে তাঁর অষ্টম গোল। প্রথম গোলটি হজম করার পর মরক্কোর রক্ষণভাগ আরও ছন্নছাড়া। এমন সুযোগ লুফে নিতে ফ্রান্স একদমই সময় নেয়নি। ঠিক ছয় মিনিট পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন উসমান দেম্বেলে।

বাকি সময়টা যেন শুধুই আনুষ্ঠানিকতার। মরক্কোর এলোমেলো আক্রমণে ছিল না ম্যাচে ফেরার কোনো আভাস; বরং ফ্রান্সই ছড়িয়ে গেছে জয়ের সুবাস। এমন ম্যাচেও মরক্কোর সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম ইয়াসিন বুনু। ২৮ মিনিটে এমবাপ্পের পেনাল্টি শট চিলের মতো ছোঁ মেরে আটকে দেন মরক্কোর এই গোলরক্ষক। ফ্রান্সের জার্সিতে টানা ১৫টি স্পট-কিকে সফল হওয়ার পর এই প্রথম ব্যর্থতার খাতায় নাম লেখালেন এমবাপ্পে।যদিও বুনু পাক্কা জহুরি; বিশ্বকাপে টাইব্রেকারসহ মোট ৯টি পেনাল্টির মুখোমুখি হয়ে গোল হজম করেছেন মাত্র ২টিতে! ৪টি শট তিনি নিজেই ঠেকিয়েছেন, অন্য ৩টি লক্ষ্যভ্রষ্ট। এখানেই শেষ নয়, ১৯৬৬ বিশ্বকাপের পর থেকে টাইব্রেকারসহ সর্বোচ্চ ৪টি পেনাল্টি রক্ষার যে কীর্তি ইকার ক্যাসিয়াস বা ডমিনিক লিভাকোভিচদের আছে, সেই অমরত্বের কাতারে এখন সগৌরবে জায়গা করে নিয়েছেন বুনুও।

# ইংল্যান্ডে গিয়ে হারের হ্যাটট্রিক ভারতের! হাতছাড়া টি-টৌয়েন্টি সিরিজও

বার বার একই ভুল। তবু কোনও শিক্ষাই নিচ্ছেন না ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। একই ভুল বার বার করে চলেছেন তাঁরা। প্রতি ম্যাচে ব্যাটিং ব্যর্থতা, বোলার খারাপ পারফরম্যান্স ডুবিয়েই চলেছে ভারতকে। বৃহস্পতিবার চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতেও হারল ভারত। এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ইংল্যান্ড সফরে সিরিজ হাতছাড়া হল তাদের। প্রথমে ব্যাট করে ১৫৮/৭ তুলেছিল ভারত। জবাবে ৯ উইকেট বাকি থাকতেই জিতল ইংল্যান্ড। ফলাফল দেখেই বোঝা গিয়েছে কতটা সহজে জিতেছে ইংল্যান্ড। ভারতের বোলারেরা কোনও প্রতিরোধ গড়তেই পারেননি।

তৃতীয় ম্যাচে হারের পর ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীরের মুখে এসেছিল 'রিসেট'-এর প্রসঙ্গ। আর ক'টি ম্যাচ লাগবে 'রিসেট' হতে, সেই প্রশ্ন তাঁকে করা যেতে পারে। আয়ারল্যান্ডের কাছে প্রথম বার টি-টোয়েন্টি সিরিজ হারে বিপদ সংকেত লক্ষ করা গিয়েছিল। দেখা গেল, ইংল্যান্ড সফরে তা আরও অনেক বেড়েছে। যে টি-টোয়েন্টি দল কিছু দিন আগেও অপ্রতিরোধ্য ছিল, তাদের এখন যে পারছে হারিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ন্যূনতম প্রতিরোধও নেই ভারতের খেলায়। আইপিএল দেখে ভারতের দল নির্বাচন অনেক দিন ধরেই হচ্ছে। সেই ফর্মুলা যে প্রতি বার কাজে লাগবে এমনটা নয়। আইপিএলে পঞ্জাব কিংসকে দু'বার সফল ভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার পর আচমকাই ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে শ্রেয়সের হাতে। ছ'টি ম্যাচ হয়ে গেল। এখনও জয়ের মুখ দেখতে পেলেন না তিনি। তাঁর মধ্যে আয়ারল্যান্ডের হাতে চুনকাম হওয়া তো রয়েছেই। ইংল্যান্ডেও ভারত পরের ম্যাচ জিততে না পারলে চুনকাম হতে হবে।

বৈভব সূর্যবংশী বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে ভাল খেলার পর তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হল ইংল্যান্ডে। দু'-একটি ম্যাচ খারাপ খেলতেই বসিয়ে দেওয়া হল সঞ্জু স্যামসনকে। ফলাফল? বৈভব একটি ম্যাচেও ২০ পেরোতে পারেননি। বার বার একই রকম বলে আউট হচ্ছে। এ দিনও জফ্রা আর্চারের একটি শর্ট বলে চালাতে গিয়ে সহজ ক্যাচ দিল। ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর, ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকেরা বৈভবকে কবে বোঝাবেন যে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব বলে চালানো যায় না! এটা আইপিএল নয়। আইপিএলে একটি ম্যাচ হারলেও পরের ম্যাচে ফিরে আসার সুযোগ থাকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নির্মম। বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে বৈভব সাফল্য পেলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট যে তার চেয়ে অনেক আলাদা, সেটা কে বোঝাবে তাকে?

তবে বৈভবকে একা দোষ দিয়েও লাভ নেই। বাকি ব্যাটারেরা যে ভাবে ব্যর্থতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন তাতে শেষ ম্যাচ জিতলেও অবাক হতে হবে। এ দিন অভিষেক শর্মা (১৬) ধীরে শুরু করেছিলেন। দু'টি চার মেরে খারাপ শুরু করেননি। কেন আদিল রশিদকে চালিয়ে খেলতে গেলেন সেটা তিনিই জানেন। ঈশান কিশন (৪) তার আগেই ফিরে গিয়েছিলেন জশ টংয়ের বলে।

আগের ম্যাচের মতো তবু ব্যাটিং অর্ডারে খামখেয়ালিপনা ছিল না। এ দিন শিবম দুবেকে তুলে আনা হয় উপরে। অধিনায়ক শ্রেয়সের সঙ্গে মিলে তিনি কিছুটা পরিস্থিতি সামাল দেন। খুবই ধীরে খেলছিলেন। আগ্রাসী হতে গিয়ে উইকেট খোয়ান শিবম (২২)। তিনি ফিরতেই ভারতের ব্যাটিং তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। ভারত যেটুকু রান তুলতে পেরেছে তা শ্রেয়সের জন্যই। চারটি চার এবং পাঁচটি ছয়ের সাহায্যে তিনি ৪৯ বলে ৮০ রানে অপরাজিত থেকে যান।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুতে জস বাটলারকে (৮) হারায় ইংল্যান্ড। এর পর এক বারও তাদের দেখে মনে হয়নি কোনও রকম অস্বস্তিতে রয়েছে। উল্টে এতটাই চালিয়ে খেলতে লাগলেন ফিল সল্ট এবং হ্যারি ব্রুক, মনে হল ম্যাচটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফ্রান্স বনাম মরক্কোর ম্যাচ দেখতে বসবেন। ৩৭ বল বাকি থাকতে রান তুলে দিল ইংল্যান্ড। ন'টি চার এবং একটি ছয়ের সাহায্যে ৪২ বলে ৫৯ রানে অপরাজিত থাকলেন সল্ট। ব্রুক অপরাজিত থাকলেন ৩৫ বলে ৭৯ রানে। মেরেছেন আটটি চার এবং চারটি ছয়।

# ট্রাম্পের চাপে লাল কার্ড বাতিল, কিন্তু হ্যারি কেনদের আবেদন খারিজ ফিফার! বিশ্বকাপে ফের বিতর্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটা ফোনেই কেল্লাফতে। রাতারাতি বাতিল হয়ে গিয়েছিল মার্কিন ফুটবলারের লাল কার্ড। রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে শাস্তি কমছে, সেই দেখে ফিফার দ্বারস্থ হয়েছিল ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স। দুই দেশই রাজনৈতিকভাবে ফিফার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল যেন তাদের দেশের ফুটবলারদের শাস্তি কমিয়ে দেওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সৌভাগ্য হবে কি কিলিয়ান এমবাপে-হ্যারি কেনদের?বসনিয়া এবং হারজেগোভিনার বিরুদ্ধে শেষ বত্রিশের ম্যাচে সরাসরি লাল কার্ড দেখেছিলেন মার্কিন ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগান। নিয়ম অনুযায়ী, প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে সাসপেন্ড থাকতেন। কিন্তু তাঁর শাস্তি তুলে নেয় ফিফা। এক বছরের জন্য সেই সাজা পিছিয়ে দেয় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। জানা যায়, ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোকে ফোন করেছিলেন ট্রাম্প স্বয়ং। তারপরেই লাল কার্ড প্রত্যাহার এবং সোশাল মিডিয়ায় ফিফাকে ট্রাম্পের ধন্যবাদ জ্ঞাপন।এই ঘটনা শুনেই মজার ছলে ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেল বলেন, তাহলে কি হ্যারি কেন ফোন করে পরামর্শ চাইবেন ট্রাম্পের থেকে? কীভাবে লাল কার্ড প্রত্যাহার করানো যায়? বাস্তবে কিছুটা সেরকমই পদক্ষেপ করল ইংল্যান্ড। ব্রিটিশ এমপি নোয়া ল এবং মেলানি অন চিঠি লিখেছেন, যেন ইংল্যান্ড তারকা জ্যারেল কুয়ানশার লাল কার্ড প্রত্যাহার করা হয়। ফিফার কাছে আবেদন জানিয়েছেন একঝাঁক ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ। ফিফার কাজের ব্যাখ্যা চেয়েছে ব্রিটেনের এক সংসদীয় কমিটিও।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সুবিধা পায়নি ফ্রান্স। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা মরক্কোর বিরুদ্ধে নামার আগেই জানা যায়, ফরাসি তারকা মাইকেল ওলিসের হলুদ কার্ড বাতিল করা হয়নি। প্রশ্ন উঠছে, লাল কার্ড যদি বাতিল করা যায় তাহলে অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর হলুদ কার্ড কেন প্রত্যাহার করা হবে না? আয়োজক দেশ বলেই কি আমেরিকার যাবতীয় দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া হল? শেষ পর্যন্ত কুয়ানশার লাল কার্ডও বহাল রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে মিলেছে দুই ম্যাচ সাসপেনশনের সাজা। অর্থাৎ নরওয়ের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে পারবেন না ইংরেজ তারকা। দল যদি সেমিফাইনালে ওঠে, সেই ম্যাচেও তাঁকে থাকতে হবে বেঞ্চেই।

CMYK


■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023


# এখন পর্যন্ত ২ লক্ষ ৬১ হাজার ২৬৯ মেট্রিক টন ধান কৃষকদের কাছ থেকে কেনা হয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১০ জুলাই: রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান রাজ্য সরকার। এজন্য ধারাবাহিকভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কৃষকদের আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান সহ নানা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আজ কাকড়াবন দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় অনুষ্ঠানের সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশ মূলত কৃষি নির্ভর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছেন। রাজ্য সরকারও কৃষকদের আর্থিকভাবে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা তাদের প্রদান করছে। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ফসল বীমা যোজনা, পি.এম. কিষাণ সম্মাননিধি, পিএম কুসুম যোজনা ইত্যাদি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রাজ্য সরকার এই প্রকল্পগুলির সুবিধা কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত দিনে কৃষকদের আর্থিকভাবে উন্নয়ন করার কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। ফলে কৃষকদেরও কৃষিকাজে অনীহা তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্য সরকার কৃষকদের কৃষিকাজে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নানা সুবিধা প্রদান করছে। ফলে কৃষকরা পতিত জমিগুলি উদ্ধার করে পুনরায় কৃষিকাজ শুরু করছেন। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়েই বর্তমান রাজ্য সরকার ২০১৮ সাল থেকে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ধান কেনা শুরু করেছে। ফলে এখন পর্যন্ত ২ লক্ষ ৬১ হাজার ২৬৯ মেট্রিকটন ধান কৃষকদের কাছ থেকে কেনা হয়েছে। তাতে কৃষকদের যকদের অ্যাকাউন্টে ৫২০ কোটি টাকা পৌঁছানো হয়েছে। উপকৃত হয়েছেন ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৬৬ জন কৃষক। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, পি.এম. কিষাণ সম্মাননিধির মাধ্যমে এখন পর্যন্ত রাজ্যের কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ৯৬৯ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা এখন পর্যন্ত ১০ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। এছাড়াও কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৪ লক্ষ ৫৭ হাজারের উপর কৃষক এবং সয়েল হেলথ কার্ডের মাধ্যমে ২ লক্ষ ৫৩ হাজারেরও বেশি কৃষক উপকৃত হয়েছেন। পাশাপাশি কৃষকদের চাষাবাদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার ভর্তুকিতে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান করছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুপ্রিয়া সাহা, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিংকু লাথের, খাদ্য দপ্তরের প্রধান সচিব শান্তনু সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

## ওয়ানাড় ধস: মৃত বেড়ে ৭, এখনও নিখোঁজ ১; রাজনৈতিক তরজা তীব্র

কালপেট্টা, ১০ জুলাই (আইএএনএস): কেরলের ওয়ানাড়ে টানেল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প এলাকায় ভয়াবহ ধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭। শুক্রবার ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে আরও এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও একজন নিখোঁজ রয়েছেন। প্রতিকূল আবহাওয়া ও অস্থিতিশীল মাটির কারণে উদ্ধারকাজে বিঘ্ন ঘটছে।

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), দমকল, পুলিশ, বনদফতর এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের যৌথ অভিযানে সর্বশেষ দেহটি উদ্ধার করা হয়। ধ্বংসস্তূপ সরাতে খননযন্ত্র-সহ ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

মীনাক্ষী সেতুর কাছে কাল্লাডি এলাকায় ওয়ানাড় প্রান্তে টানেল সড়ক নির্মাণের কাজ চলাকালীন এই ধস নামে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ছয়টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। শুক্রবার আরও একটি দেহ উদ্ধার হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭ হয়েছে।

এদিকে, এই ঘটনাকে ঘিরে কেরলের রাজনৈতিক মহলেও তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ভি. ডি. সাথীসান ঘোষণা করেছেন, টানেল সড়ক প্রকল্পের সব দিক খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি গঠন করা হবে। নিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে মানা হয়েছিল কি না এবং কোনও গাফিলতি দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কি না, তা তদন্ত করে দেখা হবে।

অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা পিনারাই বিজয়ন, যার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন চলতি বছরের শুরুতে প্রকল্পটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, দাবি করেছেন যে প্রকল্প অনুমোদনের আগে সমস্ত আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল।

তবে বিজয়নের এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রী এ. পি. অনিল কুমার। দুর্ঘটনাস্থলে অবস্থানরত অনিল কুমার বলেন, 'তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই এত তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কী প্রয়োজন? বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট আসুক, তারপর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিকে, ঘটনাটি নিয়ে কেরল হাইকোর্টও বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির তদন্ত এবং আদালতের তত্ত্বাবধানে চলা প্রক্রিয়ার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে, এটি শুধুই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল, নাকি এর পেছনে মানবীয় বা প্রশাসনিক গাফিলতি ছিল।

## শিল্পপতিকে মারধর ঃ অভিযুক্তদের ৫ দিনের পুলিশি হেপাজত

আগরতলা, ১০ জুলাই: ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬ চলাকালীন আগরতলায় সফররত এক শিল্পপতি ও তাঁর গাড়িচালকের উপর হামলার ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে এডি নগর থানার পুলিশ।আজ অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানায়। আদালত তাঁদের পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা এবং বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেল প্রায় ৪টা ৪০ মিনিট নাগাদ গুয়াহাটির শিল্পপতি কমলজ্যোতি চৌধুরী শহরের একটি হোটেল থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বিজনেস কনক্লেভে যাচ্ছিলেন। তাঁর টিআর০১বিভি০৬৩১ নম্বরের গাড়ি বাধারঘাট কলেজ চৌমুহনী এলাকায় পৌঁছালে টিআর০১এবি৯২০০ নম্বরের একটি মোটরসাইকেল-এর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এরপরই উভয় পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়।

অভিযোগ, কিছু যুবক গাড়ির চালক তন্ময় দেবকে বেধড়ক মারধর করে। এতে তাঁর একটি দাঁত ভেঙে যায় এবং মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গাড়ি থেকে নেমে এলে শিল্পপতি কমলজ্যোতি চৌধুরীকেও ঘুষি মারা হয় বলে অভিযোগ। প্রাণভয়ে তিনি পাশের একটি ব্যাটারির দোকানে আশ্রয় নেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঘটনার সময় শিল্পপতি অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। স্থানীয় কয়েকজনের অভিযোগ, ঘটনাস্থলের কাছেই পুলিশ মোতায়েন থাকলেও তারা তাৎক্ষণিকভাবে হস্তক্ষেপ করেনি। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি।

পরে কমলজ্যোতি চৌধুরী সামান্য আঘাত পেয়েছেন জানিয়ে বিস্তারিত চিকিৎসা নিতে অস্বীকার করেন এবং পুলিশি নিরাপত্তায় কনক্লেভে যোগ দেন। অন্যদিকে আহত চালক তন্ময় দেবকে প্রথমে আইএলএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে জিবি পন্ত হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ক্রম এবং কার কী ভূমিকা ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই ঘটনায় ব্যবসায়ী মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে আয়োজিত ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ চলাকালীন এ ধরনের হামলা রাজ্যের ভাবমূর্তির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করতে পারে।

## যানজট ও দুর্ঘটনা এড়াতে পাইতুরবাজার থেকে সরানো হবে ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি, সিদ্ধান্তে সহমত বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা

কৈলাসহর, ১০ জুলাই: যানজট নিয়ন্ত্রণ ও দুর্ঘটনা রোধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল কৈলাশহর পুরপরিষদ। শহরের ব্যস্ততম পাইতুরবাজার চৌমুহনীতে স্থাপিত দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মর্মর মূর্তিটি অন্যত্র স্থানান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুরপরিষদের এই সিদ্ধান্তে সম্মতি জানিয়েছেন কৈলাশহর কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক বীরজিৎ সিনহাও।

শুক্রবার বিকেলে কৈলাশহর পুরপরিষদের চেয়ারপারসন চপলা রানী দেবরায় এবং বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা যৌথভাবে পাইতুরবাজার চৌমুহনী এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে মূর্তিটি স্থানান্তরের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জানা গেছে, পাইতুরবাজার চৌমুহনী দীর্ঘদিন ধরেই শহরের অন্যতম ব্যস্ত ট্রাফিক পয়েন্ট। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক যানবাহন এই মোড় দিয়ে চলাচল করে। সময়ের সঙ্গে যানবাহনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এলাকায় প্রায়ই যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি ছোট-বড় সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জননিরাপত্তা এবং যান চলাচল আরও স্বাভাবিক করতে মূর্তিটি স্থানান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, বর্তমান অবস্থান থেকে ইন্দিরা গান্ধীর মর্মর মূর্তিটি সরিয়ে পাইতুরবাজার মোটর স্ট্যান্ডের ভেতরে একটি উপযুক্ত স্থানে পুনঃস্থাপন করা হবে। সেখানে স্মারকটিকে আরও সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যায়নের ব্যবস্থাও করা হবে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে কংগ্রেস বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা বলেন, জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং যান চলাচলের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই তিনি পুরপরিষদের এই উদ্যোগকে সমর্থন করেছেন।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, খুব শিগগিরই মূর্তি স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু হবে। কাজ সম্পন্ন হলে পাইতুরবাজার মোটর স্ট্যান্ডের ভেতরে নতুনভাবে ইন্দিরা গান্ধীর স্মারকটি স্থাপন করা হবে এবং একই সঙ্গে চৌমুহনী এলাকায় যান চলাচল আরও সুশৃঙ্খল করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

## জিবি হাসপাতালে অর্থোপেডিক বিভাগের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের অর্থোপেডিক বিভাগের উল্লেখযোগ্য সাফল্যে এক রোগী প্রাণ ফিরে পেলেন। ৪ এপ্রিল ২০২৬ রাণীরবাজার কাউয়াবনের বাসিন্দা, টুটন শীল(৪৮) প্রতিদিনের মতোই নিজের সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু বাড়ির ঠিক কাছাকাছি পৌঁছানো মাত্রই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী মোটরসাইকেল তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এই মারাত্মক দুর্ঘটনায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং তার বাম দিকের কোমরের জয়েন্ট (পেলভিক বোন)মারাত্মকভাবে ভেঙে গিয়েছিল।

দুর্ঘটনার পরপরই তাকে দ্রুত রাণীরবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে জিপিবি হাসপাতালে রেফার করা হয় এবং ৪ এপ্রিল রাতে তাকে সেখানে ভর্তি করানো হয়। ট্রমা সেন্টারে প্রাথমিক দেখভালের পর তাকে অর্থোপেডিক বিভাগে স্থানান্তর করা হয়। তবে জটিলতার কারণে অন্যান্য ইউনিট থেকে তাকে রাজ্যের বাইরে রেফার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, যা পরিবারের জন্য ছিল অত্যন্ত দুশ্চিন্তার ও ব্যয়বহুল। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আশার আলো হয়ে এগিয়ে আসেন অর্থোপেডিক বিভাগের সার্জন ডাঃ পুলক সাহা। তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে রোগীর দায়িত্ব নেন এবং বাইরে রেফার না করে নিজেই চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেন।

গত ২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে ডাঃ পুলক সাহা ও তার টিম অত্যন্ত সফলতার সাথে টুটন শীলের পেলভিক বোন-এর জটিল অস্ত্রোপ্রচারটি সম্পন্ন করেন। এই জটিল প্রক্রিয়ায় অস্ত্রোপচারে সময় লাগে প্রায় ৪ ঘন্টা। ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ইনচার্জ ও অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ পুলক সাহার তত্ত্বাবধানে এই চিকিৎসক টিমে ছিলেন ডাঃ স্বরজিৎ দেববর্মা এবং ডাঃ সন্তোষ রিয়াং সঙ্গে টিমে ছিলেন নার্স, টেকনিশিয়ান ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।

ডাক্তারবাবুর মানবিকতা, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং দক্ষ চিকিৎসার ফলেই টুটন শীল আজ সুস্থতার পথে। এটি কেবল একটি সফল অপারেশনই নয়, বরং চিকিৎসকদের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও ভরসা পুনরুজ্জীবিত করার এক অনন্য গল্প। গত ১১ মে, ২০২৬ রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেয়া হয়।

আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই জিবিপি হাসপাতালে অতি দ্রুততার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## উত্তর মহেশপুর থেকে উদ্ধার বিশাল মনোক্লেট কোবরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই: উত্তর মহেশপুরে ত্রাস সৃষ্টি করা বিশাল মনোক্লেট কোবরা উদ্ধার। প্রাণ বাঁচল বাকি মুরগিগুলির। গতকাল ঠিক সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ উত্তর মহেশপুর এলাকার বাসিন্দা সুভাষ দাসের বাড়ির মুরগির খামারে একটি বিশাল ও তীব্র বিষধর মনোক্লেট কোবরা সাপ প্রবেশ করায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। খামারে ঢুকেই বিষধর সাপটি বেশ কয়েকটি মুরগি মেরে ফেলে এবং দুটি মুরগির ছানা গিলে খেয়ে নেয়। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। সাপটি আকারে বেশ বড় হওয়ায় কী করবেন তা ভেবে না পেয়ে অসহায় পরিবারটি দ্রুত 'অ্যানিমাল এইড অ্যালায়েন্স' এর সিপাহীজলা জেলা শাখার শরণাপন্ন হয়।

খবর পাওয়া মাত্রই নিজেদের শত ব্যস্ততার মাঝেও কালবিলম্ব না করে উত্তর মহেশপুরে ছুটে যান সংস্থার দুই অভিজ্ঞ সাপ উদ্ধারকারী অসীম মজুমদার এবং লকাই দে। তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে অত্যন্ত সাহসিকতা ও দক্ষতার সাথে বিশাল কোবরা সাপটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন। সাপটি খাঁচাবন্দি হতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আতঙ্কিত পরিবারটি। উদ্ধারকাজের পর ওই দুই বন্যপ্রাণী কর্মী খামারের বাকি মুরগিগুলিকে কীভাবে সুরক্ষিত ও সাপের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, তার কিছু কৌশল ও সচেতনতামূলক পরামর্শও পরিবারটিকে বুঝিয়ে দেন। পরে উদ্ধারকৃত বিষধর সাপটিকে তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের একটি নিরাপদ জঙ্গলে অবমুক্ত করে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, অসীম মজুমদার এবং লকাই দে নামের এই দুই তরুণের সমাজসেবা ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রচেষ্টা সিপাহীজলা জেলায় নজির সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে তাঁরা এলাকা থেকে ২৫০টিরও বেশি বিষধর ও অন্যান্য প্রজাতির সাপ উদ্ধার করে সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচানোর পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদেরও সুরক্ষা দিয়েছেন। তাঁদের এই নিঃস্বার্থ কাজের জন্য গোটা জেলা জুড়ে মানুষের মনে ব্যাপক উৎসাহ ও ভালোবাসার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে এই ধরণের যেকোনো বন্যপ্রাণী বা সাপ সংক্রান্ত বিপদে এলাকার মানুষ চোখ বন্ধ করে এই দুই উদ্ধারকারীর ওপরই ভরসা রাখছেন।

### ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায়

## স্বচ্ছতার দাবিতে নির্বাচন আধিকারিকের কাছে প্রদেশ কংগ্রেসের ডেপুটেশন

আগরতলা, ১০ জুলাই: ভোটার তালিকার প্রস্তাবিত বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা প্রকাশের দাবিতে শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল। এদিন তারা মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দেয়।

প্রতিনিধি দলে প্রদেশ কংগ্রেসের একাধিক নেতা উপস্থিত ছিলেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র বলেন, ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়াকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা ধরনের প্রশ্ন ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাই নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের আস্থা বজায় রাখতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে এই প্রক্রিয়া পরিচালনা করা জরুরি।

তিনি জানান, স্মারকলিপিতে নির্বাচন কমিশনের জারি করা সমস্ত নির্দেশিকা, সার্কুলার ও গাইডলাইন অবিলম্বে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বুথ লেভেল অফিসারদের সংগ্রহ করা তথ্য স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে ডিজিটাল মাধ্যমে উপলব্ধ করারও দাবি তোলা হয়েছে, যাতে সেগুলি যথাযথভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়।

এছাড়া খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে বুথভিত্তিক তথ্য পৌরসভা, তহশিল অফিস, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং টিটিএএডিসি এলাকার ভিলেজ কাউন্সিল অফিসসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে প্রদর্শনের দাবি জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলিকে তথ্য যাচাই, দাবি, আপত্তি ও সংশোধনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।কংগ্রেসের দাবি, ভোটার তালিকা সংশোধনের পুরো প্রক্রিয়া যেন স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও জবাবদিহিমূলকভাবে পরিচালিত হয়, সে বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে তারা আশা প্রকাশ করেছেন।

### সাংসদ উন্নয়ন তহবিল ব্যায়

## নজরি গড়লেন বিপ্লব দেব

আগরতলা, ১০ জুলাই: পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সাংসদ স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন তহবিল ব্যয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে। প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, লোকসভার সাংসদ হিসেবে গত প্রায় দুই বছরে বরাদ্দকৃত তহবিলের ৯৩ শতাংশেরও বেশি ব্যয় হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বরাদ্দকৃত তহবিলের ১০০ শতাংশ ব্যয় করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪—২৫ থেকে ২০২৬—২৭ অর্থবর্ষ পর্যন্ত সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে মোট ৩২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ১০ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯১ টাকা (প্রায় ১০.৪৪ কোটি টাকা) অনুমোদন দিয়েছেন বিপ্লব কুমার দেব। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, এর মধ্যে ২৯টি প্রকল্পে কাজ শুরু হয়েছে এবং ১৫টি প্রকল্প ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। বাকি ১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, অনুমোদিত ১০.৪৪ কোটি টাকার মধ্যে ৯ কোটি ৭১ লক্ষ ১ হাজার ৪১৩ টাকা ইতিমধ্যেই ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৩.০৫ শতাংশ।

২০২৪—২৫ অর্থবর্ষে ৬টি প্রকল্পে ৩ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে তিনটি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং একটি প্রকল্পের প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। এই অর্থবর্ষে বরাদ্দের প্রায় ৯৪ শতাংশেরও বেশি অর্থ ব্যয় হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

২০২৫—২৬ অর্থবর্ষে সর্বাধিক ২৩টি প্রকল্পে ৬ কোটি ৫১ লক্ষ ৫২ হাজার ৪১৩ টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১২টি প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাকি প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। এই অর্থবর্ষে প্রায় ৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকারও বেশি, অর্থাৎ মোট বরাদ্দের প্রায় ৮৮ শতাংশ ব্যয় হয়েছে।

২০২৬—২৭ অর্থবর্ষে নতুন করে ৩টি প্রকল্পে ৭২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬৭৮ টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যেহেতু প্রকল্পগুলি সদ্য অনুমোদিত হয়েছে, তাই একটি প্রকল্পে প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে এবং বাকি দুটি প্রকল্প টেন্ডার ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

বিপ্লব কুমার দেব সেপ্টেম্বর ২০২২ সালে ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হওয়ার পর জুন মাসে রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন।

রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে প্রায় ১ বছর ৮ মাসের কার্যকালে তিনি ২০২২—২৩ এবং ২০২৩—২৪ অর্থবর্ষে ১৪টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৫৫২ টাকা বরাদ্দ দেন। দাবি করা হয়েছে, ওই বরাদ্দের ১০০ শতাংশ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। পাশাপাশি, মোট ৭ কোটি ৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৫০০ টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে, যা মোট ব্যয়ের প্রায় ৬৭.৩৯ শতাংশ।

সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, কমিউনিটি হল, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, সিসি রাস্তা, জিমনেসিয়াম, বাজার অবকাঠামোর উন্নয়নসহ একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প। এছাড়া দাবি করা হয়েছে, সংসদে বাজেট ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে নিয়মিত অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও বিপ্লব কুমার দেব সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

## ভাঙনের মুখে সত্যমালা চাকমার বসতঘর, প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, করবুক, ১০ জুলাই: টানা বৃষ্টিতে ভাঙনের মুখে অসহায় বিধবা সত্যমালা চাকমার বসতঘর, প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি। গোমতী জেলার করবুক মহকুমার করবুক ব্লকের অন্তর্গত উত্তর একছড়ি এডিসি ভিলেজের নীলধন পাড়ার বাসিন্দা বিধবা সত্যমালা চাকমা বর্তমানে চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। প্রায় ৭—৮ বছর আগে তাঁর স্বামী লক্ষীধন চাকমার মৃত্যু হয়। এরপর থেকে তিনি দিনমজুরির কাজ করে নিজের ও ছেলের সংসার চালিয়ে আসছেন। অতি কষ্টে দুই বেলার খাবার জোগাড় করলেও বর্তমানে মাথা গোঁজার একমাত্র আশ্রয়টিও ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, টানা কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টির ফলে সত্যমালা চাকমার কাঁচা বসতঘরে বড় বড় ফাটল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## গাড়িতে তুলে গরু চুরির অভিযোগ, ধর্মনগরের কৃষ্ণপুরে স্থানীয়দের হাতে আটক কয়েকজন সন্দেহভাজন

ধর্মনগর, ১০ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমায় গরু চুরির ঘটনায় নতুন কৌশল অবলম্বনের অভিযোগ উঠেছে। গাড়িতে করে রাস্তার পাশ থেকে গরু তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন সন্দেহভাজনকে আটক করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি শুক্রবার ধর্মনগরের কৃষ্ণপুর এলাকায় ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মনগরসহ উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় গরু চুরির ঘটনা বেড়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, গরু চোরেরা গাড়ি ব্যবহার করে রাস্তার ধারে থাকা গবাদিপশু দ্রুত তুলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

শুক্রবার কৃষ্ণপুর এলাকায় কয়েকজন ব্যক্তি একটি গরুকে জোরপূর্বক একটি গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছেন দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। এরপর তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আটক করেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের এলাকার বহু মানুষ সেখানে জড়ো হন, যার ফলে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় গরু চুরির অভিযোগ সামনে আসছে। তাই এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ রোধ করা সম্ভব হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

## স্কুলগেট সময়মতো না খোলার অভিযোগে পড়ুয়াদের পথ অবরোধ

ধর্মনগর, ১০ জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের গেট নির্ধারিত সময়ে না খোলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে ধর্মনগরের দীননাথ নারায়ণী বিদ্যামন্দিরে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের সামনে পথ অবরোধে সামিল হন। ঘটনায় এলাকায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়।

অভিভাবকদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের গেট নির্ধারিত সময়ে না খোলায় প্রতিদিনই পড়ুয়াদের নানা ভোগান্তির শিকার হতে হয়। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বকুল রানী মালাকারের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও সমাধান হয়নি বলে দাবি তাঁদের।

শুক্রবার পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। অভিযোগ, বিদ্যালয়ের গেট দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকায় পঞ্চম শ্রেণির নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি বহু পড়ুয়া। একই সঙ্গে বিদ্যালয়ে কর্মরত তিনজন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র একজন উপস্থিত থাকায় নির্ধারিত পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। এতে পড়ুয়াদের শিক্ষাজীবনের ক্ষতি হওয়ায় দায়ভার কার, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকরা।

এছাড়াও অভিযোগ করা হয়, গেট বন্ধ থাকায় শিক্ষক-শিক্ষিকারাও দীর্ঘ সময় বিদ্যালয়ের বাইরে অপেক্ষা করতে বাধ্য হন। বিদ্যালয়ের ক্লার্ক বীনা বাসপারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং বিভিন্ন অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগও তোলেন অভিভাবকদের একাংশ। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বকুল রানী মালাকার এবং বিদ্যালয়ের দুপুর শাখার ইনচার্জ হেমচন্দ্র চাকমা। তাঁরা আন্দোলনরত অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন।

পরবর্তীতে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হলে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিভাবকদের একাংশ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

CMYK
8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 11-07-2026, 00:55